জীবন যাপনের একখণ্ড প্রতিরূপ

P-8, Ittefaq, 15 Oct. 2022

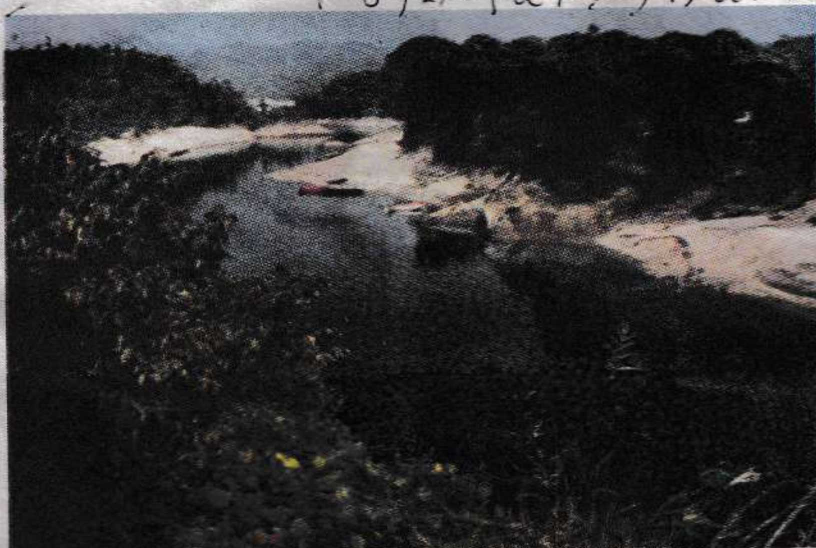

সিলেটে 'নীল নদ' বেষ্টিত লালাখাল প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য

প্রাইভেট স্পেশাল ইকোনমিক জোন

ড. ফজলে এলাহী মোহাম্মদ ফয়সাল

P-9, Ittefaq, 1 Nov. 2022

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সিলেট অঞ্চলে শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। যথাযথ বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে দেশে কর্মসংস্থান, আয়স্তর, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হবে।

২০২১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫ দশমিক ২৩ শতাংশ কর্মহীন-বেকার ছিল। একটি ব্রিটিশ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারী বেকারত্বের হার ছিল ৪৭ শতাংশ। প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারী বেকারত্বের হার যথাক্রমে ৩৩ শতাংশ, ২৮ শতাংশ, ২০ শতাংশ এবং ৭ দশমিক ৮ শতাংশ। শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তেমনভাবে সৃষ্টি হচ্ছে না। দেশীয় উদ্যোক্তাগণের বিনিয়োগ, প্রবাসীগণের বিনিয়োগ অথবা বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পপ্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পেলে দেশে শিক্ষিত কর্মহীন বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণকে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে ছিল দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ। মালয়েশিয়ার অটোমোবাইল সেক্টরে বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে এবং এই সেক্টরে মালয়েশিয়ার ৩০ হাজার কর্মহীন শিক্ষিত বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে। সিলেট অঞ্চলে প্রবাসী বিনিয়োগের দৃষ্টান্ত রয়েছে। এজন্য এখানে একটি প্রাইভেট স্পেশাল ইকোনমিক জোন তৈরি করা আবশ্যক বলে অনেকে মনে করেন।

সম্প্রতি ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর এবং কনফেডারেশন অব ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট লর্ড করান বিলিমোরিয়া সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে পরিচালিত একটি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটিতে সিলেট অঞ্চলের অর্থনীতি, বিনিয়োগ ও ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপনের সুযোগ আমার হয়েছিল। লর্ড করান এর আগে রানী এলিজাবেথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় লন্ডন সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বাংলাদেশে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। সিলেটে তাদের বিনিয়োগের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এ জন্য ইতিমধ্যে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দসহ বিশিষ্টজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেছেন।

আমরা জানি, সিলেট অঞ্চলের জিডিডির পরিমাণ প্রায় ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী, সিলেট অঞ্চলের মাথাপিছু নমিনাল জিডিপির পরিমাণ ৩০৫০ মার্কিন ডলার। সিলেট অঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ জনগণের বেকারত্বের হার ৭ দশমিক ৮০ শতাংশ। সিলেট অঞ্চলে ছোট, বড় অথবা মাঝারি ধরনের মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার ৫০০টি। ২০২১ সালে প্রবাসীগণের মাধ্যমে প্রেরিত সিলেট অঞ্চলের মোট রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৮ হাজার ৭৫৩ কোটি টাকা। এ অর্থের একটি বিরাট অংশ এসেছে ইংল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরব থেকে। দেশের মোট রেমিট্যান্সে সিলেট অঞ্চলের অবদান ছিল ৮ দশমিক ০৩৬ শতাংশ। ২০২১ সালে সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যাংকগুলোতে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৫৩,৩৫৯.৭২ কোটি টাকা এবং ঋণ আকারে ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে ১৩,৫৮৮.৫৫ কোটি টাকা। ঋণ আমানতের অনুপাত ০.২৫৪। সিলেট অঞ্চলে শিল্প খাতে ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬ শতাংশ।

একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, আমেরিকাতে ১০ কোটি টাকার অধিক বিনিয়োগ করতে সক্ষম এমন বাংলাদেশি প্রবাসী রয়েছেন প্রায় ২৭ হাজার, ইংল্যান্ডে প্রবাসী রয়েছেন প্রায় ১৩ হাজার এবং জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে এর সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। সম্ভাব্য এ সব বৃহৎ বিনিয়োগকারীগণের কাছ থেকে যদি মাত্র ১ কোটি টাকা উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করানো সম্ভব হয় তবে দেশে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ৪৪ হাজার কোটি টাকা। তাছাড়া সম্ভাব্য ক্ষুদ্র প্রবাসী বিনিয়োগকারীগণ রয়েছেন যারা বিনিয়োগ করতে সক্ষম।

সিলেট অঞ্চলে সম্ভাব্য বিনিয়োগের খাত হিসেবে ২০টি চিহ্নিত করা যায়। খাদগুলো হলো আগর আতর শিল্প, সিরামিক শিল্প, রাবার শিল্প, কৃষিজাত শিল্প, পর্যটন শিল্প,

আইটি খাত, বেত শিল্প, স্বাস্থ্যসেবা খাত, শিক্ষা খাত, কৃষি যন্ত্রপাতি শিল্প, ব্যাটারি এবং টায়ার উৎপাদন, ইট উৎপাদন, প্লাস্টিক শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ক্যাবল শিল্প, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, বায়ো-ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট, গবাদি-পশুজাত শিল্প, চারকোল ইন্ডাস্ট্রি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প ইত্যাদি। এছাড়াও গ্লাস ও সিমেন্ট উৎপাদন, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, টেক্সটাইল শিল্প, পাওয়ার ও সোলার প্ল্যান্ট ইত্যাদিতে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে।

সিলেট অঞ্চলে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য একটি প্রাইভেট স্পেশাল ইকোনমিক জোন প্রয়োজন। সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালকগণ মনে করেন, ইংল্যান্ডে অবস্থানরত প্রায় ৫ লাখ সিলেট অঞ্চলের প্রবাসীগণ এবং বাংলাদেশে ইংল্যান্ডের বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সিলেট অঞ্চলে একটি 'ব্রিটিশ স্পেশাল ইকোনমিক জোন' প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। প্রবাসীগণের বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রবাসীগণের পরবর্তী প্রজন্মের সম্পর্ক বজায় থাকবে। বিষয়টি অনুধাবন করে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

● লেখক : অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

P12, Ittefaq, 7 November 2022

ফ্রিল্যান্সিং এ স্বাবলম্বী সায়েম

কমল কান্ত রায় [গঙ্গাচড়া, রংপুর]

ফ্রিল্যান্সিংয়ে স্বাবলম্বী এখন আবু সায়েম। তিনি এখন তরুণ উদ্যোক্তা। তার বছরে আয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। শুধু নিজে নন, প্রত্যন্ত এলাকা থেকে তিনি ফ্রিল্যান্সিংয়ে অন্যদেরও প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তার দেখানো পথে হেঁটে এলাকার এক হাজারেরও বেশি তরুণ-তরুণী সাবলম্বী হয়েছেন। এখন তাদের অনেকেরই আয় মাসে ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা। আবু সায়েমের বাড়ি রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার আলমবিদিতর ইউনিয়নের দোলাপাড়া গ্রামে। বাবা মৃত আব্দুল আউয়াল। মা আরজিনা বেগম গৃহিণী। বাবা মারা যাওয়ার পর সর্বশান্ত ছিল পুরো পরিবার। অভাব আর কষ্ট আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে সায়েমের পরিবারকে। এ সসময়ই কোন কিছু করার স্বপ্ন তাকে তাড়া করে। তখনই কিছু করার ইচ্ছে থেকে ঝুঁকে পড়েন ইন্টারনেটে। সারাদিন গুগল ও ইউটিউবসহ বিভিন্ন সাইট ঘেটে ঘেটে ফ্রিল্যান্সিংয়ের ধারণা রপ্ত করতে থাকেন সায়েম।

সায়েম বলেন, ২০১৬ সালে ইন্টারনেটে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করেন। শুরুর অভিজ্ঞতাটা খুব ভালো ছিল না। নিভৃত গ্রামে একবুক স্বপ্ন নিয়ে নিজের নামে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেন। তখন প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ জন। নেটওয়ার্ক সমস্যা আর প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা কম থাকায় কিছুটা হোচট খায় সায়েম। তবে হাল ছাড়েননি তিনি। পড়াশুনাসহ ব্যক্তিগত কারণে পরের বছরই শহরে পা রাখেন সায়েম। এরপর আর তাকে ফিরে তাকাতে হয়নি। দীর্ঘ ছয় বছরের কঠোর পরিশ্রম করে এখন তিনি সফল। তার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। রংপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থী আবু সায়েম। তিনি বর্তমানে কম্পিউটার সায়েন্স বিষয় নিয়ে সপ্তম সেমিস্টারে পড়ছেন। ২০১৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৪.৩১ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। ২০১৫ তে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় তার ফল ছিল জিপিএ-৩.৫০। কোনো প্রশিক্ষক ছাড়াই ফ্রিল্যান্সিং রপ্ত করা সায়েমের ইচ্ছে পড়াশুনা শেষ করে চাকরি হিসেবে শিক্ষকতা পেশাকে বেছে নিবেন।

আবু সায়েম বলেন, পরিবারে আমরা দুই ভাই ও চার বোন। এরমধ্যে আমার দায়িত্ব একটু বেশি। পড়াশুনার পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং থেকে আমার আয়ের পথ খুলেছে। এখন মাসে যা আয় লাখের কাছাকাছি। তবে বছর শেষে প্রায় ১০ লাখ টাকা আয় হচ্ছে। ফ্রিল্যান্সিংয়ের আয় থেকে পরিবারের দেখভাল ও ছোট ভাইয়ের পড়ালেখার খরচ চালাচ্ছেন। ইতোমধ্যে বোনের বিয়ে দিয়েছি। এখন শহরের পাশাপাশি সায়েম তার নিজের গ্রামের তরুণদের আবারো ফ্রিল্যান্সিং শেখাতে শুরু করেছেন। রংপুর বিভাগীয় নগরীতেও নিজের নামে গড়ে তুলেছেন দুটি ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখান থেকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং, এসইও (সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন), লিড জেনারেশন, সিপিএ মার্কেটিং, কন্টেন্ট মার্কেটিং, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংসহ আউটসোর্সিংয়ে বিভিন্ন মাধ্যম সম্পর্কে তরুণ-তরুণীরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। বর্তমানে সায়েম একাডেমিতে অর্ধশত শিক্ষার্থী ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোসিং-এর ওপর প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। আর গত ছয় বছরে তার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সাড়ে চার হাজার শিক্ষার্থী ফ্রিল্যান্সিংয়ের ওপর প্রশিক্ষন নিয়েছেন। কাজ শুরু করেছেন দেড় হাজেরের বেশি তরুণ-তরুণী। যাদের অনেকেই এখন সাবলম্বী।

তরুণ এই উদ্যোক্তা সায়েম বলেন চাকরির পিছনে না ছুটে বেকারত্ব দূরীকরণে ফ্রিল্যান্সিং ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি আরও বলেন, বেকারত্ব একটা অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ফ্রিল্যান্সিং শেখা উচিত।

পড়ালেখার পাশাপাশি নিজেরা কিছু করতে চাইলে ফ্রিল্যান্সিং সুবিধা নেওয়া উচিত। প্রতিদিন ৮-১০ ঘণ্টা ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে কাজ করতে পারলে বেকারত্ব ঘোঁচানো সম্ভব সায়েম জানান।

P-9, Ittefaq, 8 Nov. 2022

কফি সংস্কৃতি

আমরা যা করি তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল কিন্তু সেই পরিবর্তনের মাত্রা কী? এর কি কোনো সীমারেখা আছে? থাকা উচিত। তবে খাদ্য সংস্কৃতি? চাইনিজ, থাই, ইন্ডিয়ান, বাংলা—এর তো লাগাম নেই। যা মনে লয় তাই খাও। তবে অর্থনীতি ছাড়া সব সংস্কৃতিই অর্থহীন। আর যদি নিজস্ব উৎপাদনের অর্থনীতি না হয় তবে সেটা তো বিলাসিতার ঘোড়া রোগ। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রত্যেকটি চায়ের দোকানেই চায়ের পাশাপাশি কফি বিক্রি হচ্ছে। প্রায় সব কফিই দেশের বাইরে থেকে আমদানি করা হচ্ছে। কফি খাওয়ার অভ্যাস যেখানে হয়ে গেছে সেখানে কফি আমদানি তো সামান্য বিষয়। তবে আসল ব্যাপার তা নয়। অলিতেগলিতে যেভাবে কফি কাউন্টার গড়ে উঠছে সেই চাহিদার বিপরীতে কফির উৎপাদন কোথায়?

১৮৫৪ সালে যখন সিলেটে চা বাগান করে চা উৎপাদন শুরু হয়, তখন শিল্পটার দখলে ছিল ব্রিটিশ বণিকরা। ঐ সময় বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশসহ ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিচু বর্ণের হিন্দু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষকে কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চা বাগানগুলোতে নিয়ে আসা হয়। চা বাগানের মাঝে ...

শুরু হয় চা শ্রমিকদের বসবাস। দেশে এখন ২৪০টি চা বাগান রয়েছে। সিলেট ভ্যালির ২৩টি, হবিগঞ্জের ২৪টি, মৌলভীবাজারে ৯২টি। ২৪০টি বাগানে ২০২১ সালে মোট ৯৬.৫ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন হয়েছে। সিলেট ছাড়াও উত্তরে পঞ্চগড়েও এখন চা উৎপাদন হচ্ছে। বর্তমানে এই শিল্পে সাড়ে চার লাখ মানুষ জড়িত।

অপরদিকে দেশে কফি সংস্কৃতি এখন তুঙ্গে। কফি ফলের পরিপক্ব বীজ গুঁড়ো করে কফি তৈরি করা হয়। ...

পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে ব্যক্তি উদ্যোগে কফি চাষ শুরু হয়েছে। রোবাস্টা এবং অ্যারাবিক নামের দুই ধরনের কফি হচ্ছে। কফি চারা লাগানোর দুই বছর পর থেকে ফল ধরা শুরু হয়। একটি কফি গাছ থেকে বছরে ৫ থেকে সর্বোচ্চ ১৫ কেজি কফি ফল পাওয়া যায়। একবার ফল দেওয়া শুরু হলে একটানা কফি পাওয়া যায় ৩০-৩৫ বছর পর্যন্ত। ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন অব ইউনাইটেড নেশন (ফাও)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে উৎপাদিত কফির গুণগত মান সারা বিশ্বে কফি উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয়। বর্তমানে দেশে কফির চাহিদা দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আনাচেকানাচে সব চায়ের দোকানেই কফি পাওয়া যাচ্ছে। সংস্কৃতি পরিবর্তনের উতাল হাওয়ায় এখন শহরের প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে ক্যাফে হাউজ। ইদানীং গ্রামের পল্লি-প্রকৃতির মাঝে কোনোটি ধানের খেতে আবার কোনটি জলাশয়ে বাহারি সাজে কফি হাউজ! যদি একদিন ঘরে ঘরে চায়ের কাপটি কফি দখল করে নেয় তাহলে চা শিল্পের ভবিষ্যৎ কী? হয়তো চা রপ্তানির সব টাকাই কফি আমদানিতে চলে যাবে। তাই কফি খাব কো গাছ লাগাই...।

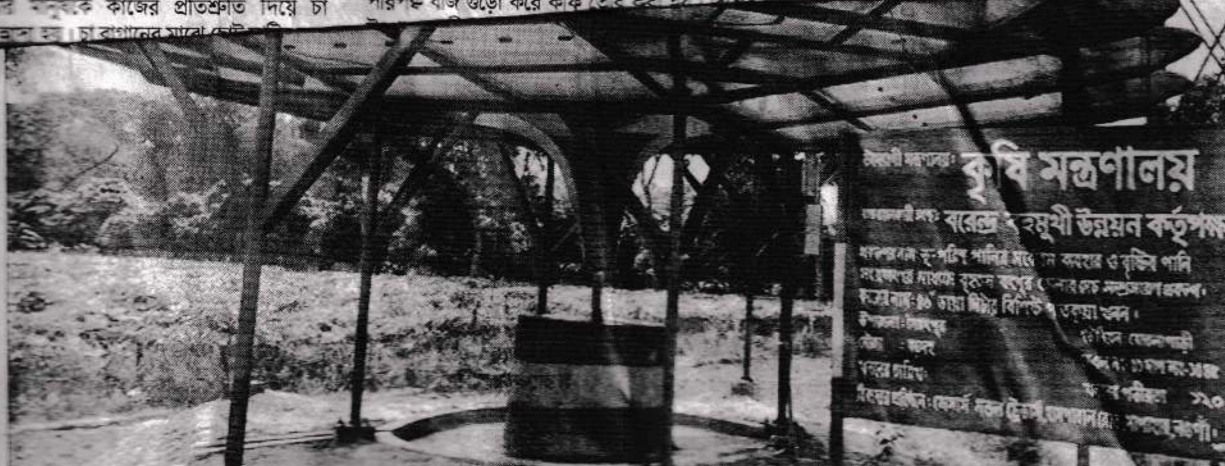

সৈয়দপুর (নীলফামারী) : উপজেলার বোতলাগাড়ী ইউনিয়নে স্থাপিত সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাতকুয়া

P-6, Ittefaq, 8 Nov 2022 ইত্তেফাক

সৈয়দপুরে সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাতকুয়ায় সাশ্রয়ী সেচ

মিটছে খাবার পানির চাহিদা

> বড়দহ গ্রামের উপকারভোগী কৃষক আলমগীর হোসেন বলেন, 'শুষ্ক মৌসুমে সেচের অভাবে আমার প্রায় পাঁচ বিঘা জমি পতিত থাকত। সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাতকুয়ার মাধ্যমে ফসলে সেচ দেওয়ায় সেই সব জমির পানির সমস্যার সমাধান হয়েছে

চিন্তিত, তখন আশার আলো দেখাচ্ছে সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাতকুয়া। এর মাধ্যমে ২ হাজারের বেশি কৃষকের জমি যেমন সবুজ হচ্ছে, তেমনি বিশুদ্ধ খাবার পানির চাহিদা মিটছে।

কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, কৃষি মন্ত্রণালয় প্রান্তিক কৃষকদের সেচসুবিধার জন্য ২০১৮ সালে পাতকুয়া প্রকল্প হাতে নেয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করে রাজশাহী বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন (বিএমডিএ) কর্তৃপক্ষ। প্রকল্পের আওতায় ঐ বছরই উপজেলার বোতলাগাড়ী ইউনিয়নে নির্মাণ করা হয় সৌরবিদ্যুৎ চালিত চারটি পাতকুয়া (ডাগওয়েল)। প্রতিটি কুয়ার জন্য খরচ হয়েছে ১৩ লাখ টাকা। সে হিসাবে ৫২ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই কুয়াগুলোর মাধ্যমে ২৫০ হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আর বিনা খরচে এই সেচের সুবিধা পাচ্ছেন ২ হাজারের বেশি চাষি।

কৃষক ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা জানান, পাতকুয়ার ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবনমান পালটে গেছে। বড়দহ গ্রামের উপকারভোগী কৃষক আলমগীর হোসেন বলেন, 'শুষ্ক মৌসুমে সেচের ...

সম্পূর্ণ বিনা খরচে এই সেচ সুবিধা পাওয়ায় আমার মতো অনেক চাষি খুশি।' একই গ্রামের আরেক কৃষক আতাউর রহমান জানান, কুয়াগুলো সৌরশক্তিতে চলার কারণে বিদ্যুৎ বা ডিজেল ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। এ ছাড়া ইচ্ছেমতো পানি তোলা যায়।

উপজেলার বোতলাগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান জুন বলেন, সেচের অভাবে এক সময় ফসল ফলাতে না পেরে বহু কৃষক অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাতেন। এখন এই সেচ প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ায় তারা ১২ মাসই ফসল ফলাতে পারছেন। এতে তাদের পরিবারে সচ্ছলতা এসেছে।

এ প্রসঙ্গে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাহীনা বেগম বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতিনিয়ত পানির স্তর নিচের দিকে নামছে। এতে ক্ষতির মুখে পড়ছেন উপজেলার কৃষকরা। এক সময় কৃষি ও সুপেয় পানির নির্ভরযোগ্য আধার ছিল পাতকুয়া। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অগভীর ও গভীর নলকূপসহ নানা প্রযুক্তির কাছে হারিয়ে যায় পাতকুয়া। দীর্ঘদিন পর আবারও কৃষিকাজসহ অন্যান্য কাজের জন্য প্রয়োজন অনুভব ...

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ
১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১২১৫।

P-14 Ittefaq 11 NOV.2022

গ্যাস অফুরন্ত নয়। গ্যাসের চুলাটি কাজ শেষে নিভিয়ে ফেলুন।

আপনার রান্নার কাজ শেষ হয়ে থাকলে এখুনি গ্যাসের চুলাটি নিভিয়ে ফেলুন।

বাড়ি/ভবন ভাড়া আবশ্যক

অত্র কোম্পানির সাভারে আশুলিয়া জোনাল বিক্রয় অফিসের জন্য বাড়ি/ভবন ভাড়া আবশ্যক। বাড়ির আয়তন, অবস্থান ও অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নে দেওয়া হলো।

অবস্থান	আয়তন	বিবরণ
বাড়ি/ভবনটি নবীনগর- চন্দ্রা মহাসড়ক সংলগ্ন বাইপাইল, আশুলিয়া এলাকায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।	আনুমানিক ৫,০০০ বর্গফুট	বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন/অংশ বিশেষ অথবা স্বতন্ত্র বাড়ি হতে পারে।

শর্তাবলী :

১। বাড়ি / ভবনটি প্রধান সড়কে বা তার সন্নিকটে প্রশস্ত রাস্তার উপর অবস্থিত হতে হবে।
২। প্রধান ফটকে কোম্পানির নিরাপত্তা প্রহরী মোতায়েনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৩। স্বতন্ত্র বাড়ির ক্ষেত্রে বাড়ি / ভবনটির চতুর্দিক নিরাপত্তা দেওয়ালে বেষ্টিত হতে হবে।
৪। বাড়ি/ভবনটিতে আঙ্গিনা/বেসমেন্ট নুন্যতম ২/৩টি গাড়ী রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৫। বাড়ির ১ (এক) কপি অনুমোদিত প্লানসহ বিস্তারিত বিবরণ, বাড়ির মালিকানার প্রমাণক, মাসিক ভাড়া, হস্তান্তরের আনুমানিক সময়, ভাড়া প্রদানের সময়কাল ও অন্যান্য শর্তাদি (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে।
৬। কোম্পানির প্রয়োজনে ভবনের কোনরূপ সংস্কার করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।
৭। বাড়ি/ভবনের ভাড়া বাবদ কোনরূপ অগ্রিম প্রদান করা হবে না।
৮। বাড়ি/ভবন ভাড়া নেওয়ার বিষয়ে অত্র কোম্পানির কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

উল্লেখিত শর্তাবলীতে বাড়ি/ভবন মালিক কর্তৃক আবেদন ২৮/১১/২০২২ তারিখের মধ্যে সীলমোহরকৃত খামে নিম্নস্বাক্ষরকারী কিংবা উপমহাব্যবস্থাপক, আবিবি-সাভার বরাবরে ডাকযোগে/সরাসরি আবদ্ধ খামে পাঠাতে হবে।

ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সেবা)
আঞ্চলিক বিপণন ডিভিশন-গাজীপুর

তিতাস/জনসংযোগ-৭৪/২০২২-২৩

ক-৮৬৭(৫×৩)

নির্মাণ শেষ দুই মাস আগে

তবু চালু হচ্ছে না সিলেটের নতুন বাস টার্মিনাল

P-16+P-2, Ittefaq 10 NOV. 2022

হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস

ব্যাংকের অর্থায়নে মিউনিসিপ্যাল গভর্নমেন্ট সার্ভিস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) ... র আওতায় ...টি সিটি করপোরেশনের (সিসিকের) উদ্যোগে ৬৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দে দ... য় সিলেট ...ীয় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প শেষ হয়েছে দুই মাস আগেই। কিন্তু এটি আনুষ্ঠানি... ব উদ্বোধন ... না বলে চালুও হচ্ছে না। অন্যদিকে টার্মিনালটি চালু হতে বিলম্ব হওয়ায় দূরপাল্লার যাত্রীবাহী ...গুলোর ঠাঁই হয়েছে টার্মিনালসংলগ্ন সড়কের ওপর। গত চার বছর থেকেই এই বাসগুলো সড়কের ... থেকেই যাওয়া-আসা করছে। ফলে সিলেট রেল স্টেশনের গেটের মুখ থেকে দুই পাশ জুড়ে অন্তত ... কিলোমিটার তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ...য়াতকারীরা তীব্র যানজটের কবলে পড়ে। প্রায় সময় যাত্রীরা লাগেজপত্র নিয়ে মুশকিলে পড়েন। ... সময় ট্রেন ও বাসের টিকিট গচ্চা যায়। যাত্রীরা বলেন, টার্মিনালটি হয় দ্রুত উদ্বোধন করা ... নয় তো বাসগুলো সরিয়ে এলাকাটি যানজটমুক্ত রাখা হোক।

দৃষ্টিনন্দন ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত সিলেটের এই কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল। সিসিক বলেছে, এটি বাংলাদেশের অনন্য একটি বাস টার্মিনাল। টার্মিনালটি বড় অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে ঘটা করে উদ্বোধন করতে চায় সিসিক। ...

তবুও চালু হচ্ছে না

P-2, Ittefaq P-16 10 NOV 2022

১৬ পৃষ্ঠার পর

ভূমির ওপর কাজ শুরু হয় ২০১৮ সালে। ২০২০ সালে প্রকল্পটি শেষ হওয়ার কথা। পরে ২০২২-এর জুন পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়। তাও শেষ হয়নি। সিসিকের প্রধান প্রকৌশলী নূর আজিজুর রহমান বলেন, 'জুনেই বাস টার্মিনালের কাজ শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ইত্তেফাককে বলেন, আশা করছি শিগগিরই এটি উদ্বোধন করা হবে।

সিসিক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, 'চালু হওয়ার পর এ টার্মিনালই হবে দেশের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন ও আধুনিক সুবিধাসংবলিত বাস টার্মিনাল। তিনি বলেন, টার্মিনালটি চালু হওয়ার পর এলাকার চেহারা পালটে যাবে।'

কারুকার্যময় লাল ইটের দেওয়াল, ইট রঙের স্টিলের ছাউনি, গাছপালা আবৃত গ্রিন জোন, বিমানবন্দরের আদলে আলাদা প্রবেশ ও বহির্গমন পথ, যাত্রীদের জন্য প্রায় দেড় হাজার আসনের বিশাল ওয়েটিং লাউঞ্জ রয়েছে এখানে। ছয়তলা ভিত্তির তিনতলা কমপ্লেক্স প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে ডালি কনস্ট্রাকশন। সিলেটের ঐতিহ্যবাহী আসাম টাইপ বাড়ি আর আলী আমজদের ঘড়ির স্থাপনার সঙ্গে আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর সমন্বয় ঘটিয়ে নির্মিত হয়েছে এ বাস টার্মিনাল। নগরের কদমতলী এলাকায় পুরোনো বাস টার্মিনালের স্থানেই আট একর জায়গা জুড়ে এই টার্মিনাল।

পুরো টার্মিনালের প্রথম অংশের বহির্গমন ভবনের দৈর্ঘ্য ৩৫০ ফুট। এই অংশে ৪৮টি বাস একসঙ্গে থাকতে পারবে। এ ছাড়া যাত্রীদের বসার জন্য রয়েছে ৯৭০ আসনের বিশাল হল। রয়েছে ৩০ আসনের ভিআইপি কক্ষ, ৩০টি টিকিট কাউন্টার ও নামাজের জন্য আলাদা কক্ষ। পুরুষ, নারী ও বিশেষ সুবিধাসম্পন্ন লোকের ব্যবহার উপযোগী ছয়টি টয়লেটও থাকবে এখানে। হুইল চেয়ার ব্যবহার করা যাবে। রয়েছে লিফট, রেস্টুরেন্ট ও ফুড কোর্ট। অসুস্থ হয়ে যাওয়া যাত্রীর জন্য আলাদা শয্যা ও ব্রেস্ট ফিডিং জোন থাকবে এখানে।

দ্বিতীয় অংশের আগমনি ভবন প্রায় ৩০০ ফুট দৈর্ঘ্যের। এখানে রয়েছে যাত্রীদের বসার জন্য ৫১০ আসনের বসার স্থান ও ৩০ আসনের ভিআইপি কক্ষ, আধুনিক টয়লেট সুবিধা, ব্রেস্ট ফিডিং জোন, লিফট, রেস্টুরেন্টসহ অন্যান্য সুবিধা। পশ্চিম-দক্ষিণ কর্নারে সড়কের সঙ্গে গোলাকার পাঁচতলা টাওয়ার বিল্ডিংয়ে রয়েছে টার্মিনাল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা অফিস। যেখানে থাকবে পুরো টার্মিনালের সিকিউরিটি কন্ট্রোল ও সিসিটিভি মনিটরিং কক্ষ, পুলিশ কক্ষ এবং পর্যটন অফিস।

টার্মিনালের পেছনের দিকে তৃতীয় অংশে নির্মিত হয়েছে একটি মাল্টিপারপাস ওয়েলফেয়ার সেন্টার। যেখানে মালিক ও চালক সমিতির জন্য থাকবে ২৪ বেডের বিশ্রাম কক্ষ, গোসলের ব্যবস্থা, অফিস, লকার ব্যবস্থা, ক্যান্টিন এবং মিটিং ও অনুষ্ঠানের জন্য মাল্টিপারপাস মিলনায়তন। পরিবহন শ্রমিকদের জন্য মাল্টিপারপাস বিল্ডিংয়ে থাকবে। এ প্রকল্পের স্টিলের টিন থাইওয়ান থেকে আনা হয়। এখানে বিমানবন্দরের মতো বিশাল ওয়েটিং স্পেস রাখা হয়েছে। আছে পার্কিং জোন ও গাছপালা আচ্ছাদিত গ্রিনজোন। সব মিলিয়ে এটি হবে দেশের অন্যতম সুন্দর একটি স্থাপনা।

নতুন এই টার্মিনালের নকশা করেছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের তিন শিক্ষক সুব্রত দাশ, রবিন দে এবং মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন। বাস টার্মিনালের নকশায় সিলেটের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। সিলেটের ঐতিহ্য আসাম টাইপ বাড়ি, চাঁদনীঘাটের ঘড়ির আদলে এর নকশা করা হয়েছে। একই সঙ্গে আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) : মাছের আঁশ সংগ্রহ করছেন পৌরবাজারের মাছ ব্যবসায়ী রেজাউল আলম। ছবিটি পৌরবাজার থেকে তোলা P-5, Ittefaq. / 12 Nov 2022 —ইত্তেফাক

ফুলবাড়ীতে মাছের আঁশ বিক্রি করে আসছে অর্থ

অন্তত ৫০ জন এই ব্যবসায় জড়িত

■ অমর চাঁদ গুপ্ত অপু, ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে ফেলে দেওয়া মাছের আঁশ বিক্রি করে অর্থোপার্জন করছেন স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ীরা। উপজেলার বিভিন্ন হাটবাজার থেকে প্রতিদিন গড়ে দুই থেকে আড়াই মণ ভেজা মাছের আঁশ সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে বিক্রি করা হয়। এগুলোর চূড়ান্ত গন্তব্য চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশ।

জানা যায়, উপজেলার হাটবাজারের মাছ দোকানে ক্রেতারা বড় মাছ কেনার পর ঝামেলা এড়াতে কাটার কাজটি দোকানেই সারেন। কাটতে গেলে আগেই আঁশ ছাড়াতে হয়। আগে মাছ ব্যবসায়ীরা মাছ কাটার পর মাছের আঁশগুলো ফেলে দিতেন। সেই আঁশই এখন বাড়তি আয়ের পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বর্তমানে মাছের ফেলে দেওয়া আঁশ সংগ্রহ ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন অন্তত ৫০ জন। এই ব্যক্তিরা প্রতিদিন উপজেলার বিভিন্ন হাটবাজার থেকে গড়ে দুই মণ মাছের ভেজা আঁশ সংগ্রহ করেন। সংগ্রহ করা মাছের আঁশগুলো নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে সেগুলো রোদে শুকিয়ে বস্তায় ভরে রাখেন। রাজশাহী, সৈয়দপুর ও নওগাঁ থেকে ক্রেতারা এসে সেগুলো কিনে নিয়ে যান। পরে সেগুলো ঢাকার রপ্তানিকারকরা সংগ্রহ করে চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে সেগুলো রপ্তানি করেন। মাছের আঁশ দিয়ে ঐসব দেশে উন্নতমানের প্রসাধন সামগ্রী, ফুড সাপ্লিমেন্ট, ক্যাপসুলের ক্যাপসহ জরুরি সামগ্রী তৈরি করা হয়।

মাছের আঁশ সংগ্রহকারী ফুলবাড়ী পৌরবাজারের মাছ ব্যবসায়ী সমবারু মিয়া, রেজাউল ইসলাম ও মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, চার-পাঁচ মণ মাছের আঁশ জমা হলে পাইকাররা সেগুলো বাড়ি থেকে কিনে নিয়ে যান। প্রকারভেদে প্রতি কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। তবে করোনা মহামারির আগে এগুলো ১০০-১২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতো। সরাসরি রপ্তানির সুযোগ না থাকায় তারা চাহিদানুযায়ী লাভ করতে পারছেন না।

পৌরবাজারের পাইকার মাছ ব্যবসায়ী আব্দুল জব্বার আলী বলেন, আগে সৈয়দপুর, নওগাঁ, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে ব্যবসায়ীরা এসে মাছের আঁশগুলো সরাসরি নিয়ে যেতেন। কিন্তু এখন স্থানীয়ভাবেই মাছের আঁশ সংগ্রহ ব্যবসায় অর্ধশত ব্যক্তি জড়িত হয়েছেন। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রাশেদা আক্তার বলেন, মাছের আঁশ সংগ্রহ ও বিক্রির বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। বিষয়টি ভালোভাবে জেনে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আবাদযোগ্য ৪ লাখ ৩১ হাজার হেক্টর জমি এখনো অনাবাদি

উৎপাদন বাড়াতে এসব জমি আবাদযোগ্য করার নানামুখী উদ্যোগ সরকারের

P-1/15, Ittefaq, 17 Nov. 2022

নিজামুল হক

ভবিষ্যৎ খাদ্য সংকট মোকাবিলায় সতর্ক সরকার, উৎপাদন বাড়াতে প্রতিনিয়ত তাগিদ যাচ্ছে কৃষি বিভাগে। আর কৃষি বিভাগের মাধ্যমে এই তথ্য পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে মাঠ প্রশাসনে। নড়েচড়ে বসেছে মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারাও। ইতিমধ্যে উৎপাদন বাড়াতে নানামুখী উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

আর উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তাৎক্ষণিক সমাধানের পথ দেখা হচ্ছে অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনা। পাশাপাশি একফসলি জমিকে দুই বা তিন ফসলি জমিতে নিয়ে যাওয়া। এছাড়া কম সময়ে ফসল ঘরে তোলা যায় এমন নতুন জাত উদ্ভাবনের বিষয়টিও বিবেচনায় আনা হয়েছে। নতুন জাত উদ্ভাবনের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা রক্ষা করলেও আগামীতে নানামুখী সংকটে উৎপাদন ব্যাহত হবার শঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি মাটির উর্বরতা কমে যাওয়ার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে। বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের (এসআরডিআই) এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, দেশের আবাদযোগ্য জমির ৭৫ ভাগ জমির উর্বরতা শক্তি আগের চেয়ে কমে গেছে। চাষযোগ্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেনের সংকট রয়েছে। ফসলি জমিতে যেখানে ৫ শতাংশ জৈব উপাদান থাকা দরকার সেখানে দেশের বেশির ভাগ কৃষি জমিতে জৈব উপাদান দুই শতাংশেরও নিচে নেমে এসেছে। এমন বাস্তবতায় উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করার তাগিদ কৃষি বিজ্ঞানীদের।

কৃষি বিভাগের দেওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে আবাদযোগ্য জমি রয়েছে ৮৮ লাখ ২৯ হাজার হেক্টর। আর ৪ লাখ ৩১ হাজার হেক্টর জমি এখনো অনাবাদি রয়েছে। সামান্য উদ্যোগ নিয়েই এসব জমি আবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। অথচ যুগের পর যুগ এসব জমি অনাবাদি থাকছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যেখানে বছরে মাত্র একবার আবাদ হয় এমন জমি রয়েছে ২১ লাখ ১০ হাজার হেক্টর। আর বছরে দুইবার আবাদ হয় এমন জমির পরিমাণ ৪১ লাখ ২৫ হাজার হেক্টর। আর তিন বার আবাদ হয় এমন জমি ১৮ লাখ ৬৬ হাজার হেক্টর। চার ফসলি জমি ১৭ হাজার হেক্টর।

পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

আবাদযোগ্য ৪ লাখ

P-1/15, Ittefaq, 17 Nov. 2022

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্প্রতি চিনিকল, পাটকল, বস্ত্রকল ও রেলের চাষযোগ্য পতিত জমিতে আবাদের উদ্যোগের জন্য সংশ্লিষ্ট তিন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা কামনা করে আধাসরকারি পত্র (ডিও) দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক।

শিল্পমন্ত্রী, বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী এবং রেলপথ মন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ কামনা করে কৃষিমন্ত্রী তার আধাসরকারি পত্রে বলেন, বৈশ্বিক প্রতিকূল অবস্থায় সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলায় সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অব্যবহৃত চাষযোগ্য জমিতে খাদ্যশস্য, শাকসবজি, ডাল ও তেলবীজ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।

সিলেট অঞ্চলের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ কাজী মজিবুর রহমান বলেন, সিলেট অঞ্চলে তিন কারণে অনাবাদি থাকে। বোরো মৌসুমে বেশি জমি অনাবাদি থাকে। সিলেট বিভাগে এক মৌসুমে বেশি পানি থাকে, বন্যাও হয়। আবার যখন শুকিয়ে যায় তখন কোথাও পানি পাওয়া যায় না। ফলে আবাদও করা যায় না। এছাড়া সিলেট এলাকার যারা প্রবাসী তাদের বেশির ভাগ জমি অনাবাদি থাকে। জমি বেহাত হয়ে যাওয়ার কারণে তারা বর্গা চাষও দেন না। আর যারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী তারা আমন ধান কাটার পর জমি চাষে আগ্রহ দেখায় না। আবার অনেক কৃষক আমন কাটার পর জমিতে গরু ছেড়ে দেয়। চাষ করতে চায় না। ফলে এভাবে অনেক জমি অনাবাদি থেকে যায়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ বেনজির আহমেদ বলেন, মূলত পাহাড়ি এলাকা ও লবণাক্ত এলাকার অনেক জমি বছরের পুরো সময় অনাবাদি থাকে । অনাবাদি জমি আবাদের আওতায় আনতে নানামুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত আবাদ বিবেচনায় ১০টি এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেসব এলাকার কোন সময় কোন ফসল চাষ করা হবে তা নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। বছরের কোন সময় যাতে অনাবাদি না থাকে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে প্রণোদনা দেওয়া হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বরিশাল অঞ্চলের সম্প্রতি অবসরে যাওয়া অতিরিক্ত পরিচালক ও কৃষি বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ হৃদয়েশ্বর দত্ত বলেন, এই অঞ্চলে আমন ধান ওঠার পর রবিশস্য আবাদের আর সুযোগ থাকে না। এ সময় এই জমি পতিত থাকে। স্বল্প সময়ে ফলন পাওয়া যায় এমন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করা যায় বলে মনে করেন এই বিশেষজ্ঞ।

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে পাখির কিচির-মিচির শব্দ যে কাউকে যেন অন্য জগতে নিয়ে যায়। এটি যে শুধু এক অনন্য পর্যটন কেন্দ্র তা নয়; এটি জীব-বৈচিত্র্যের আঁধার। মাছ, পাখিসহ নানা উদ্ভিদে ভরা এই টাঙ্গুয়ার হাওর। যা বাংলাদেশের অন্য কোথাও নেই।

'ছয় কুড়ি বিল নয় কুড়ি কান্দা'র টাঙ্গুয়ার হাওর ৩৪ হাজার ৫৮০ একরের বেশি আয়াতনের। টাঙ্গুয়ায় হেমন্তে ২৪ হাজার ২৫ একর জমিতে পানি থাকে। বিশাল আয়াতনের টাঙ্গুয়াকে ২০০০ সালের ২০ জানুয়ারি 'রামসার সাইট' ঘোষণা করা হয়। জীববৈচিত্র্য নিয়ে সংকটে থাকা টাঙ্গুয়ার হাওরে পর্যটনের নামে দিন-রাত হাওর জুড়ে অসংখ্য বড় ইঞ্জিন নৌকা বা হাউজ বোটের চলাচলের কারণে ছাড়াও, নানা প্রকার বর্জ্য, চিপসের প্যাকেট, প্লাস্টিক দ্রব্য ও ভাঙ্গা কাঁচের বোতল ফেলার কারণে।

এককথায়, টাঙ্গুয়া এখন মরতে বসেছে। মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত টাঙ্গুয়ার হাওর দেশের 'মাদার ফিসারি'। যাদুকাটা, পাটলাই, বউলাই হয়ে সুরমা পর্যন্ত নদী সংযোগ তার মৎস্য মাইগ্রেটরি রোডটি সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব এক সৃষ্টি। টাঙ্গুয়ার হাওরের মধ্য দিয়ে কোনো চলমান নদী প্রবাহিত হয়নি। তবুও এখানকার বিশাল পরিমাণ জমিতে সারা বছর পানি থাকে। এক সময় ছিল ঘন বনভূমি, মাছ, পাখি ও জীবজন্তুর আশ্রয়স্থল। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে মাছ, গাছ, পাখি উজাড় হচ্ছে।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, ২০০৩ সালের অক্টোবর হারিয়ে যাচ্ছে' এমন মন্তব্য করে সাবেক সংসদ সদস্য নজির হোসেন বলেন, 'টাঙ্গুয়ার হাওরকে ধারন করে সিঙ্গাপুরের মতো একটি উন্নত সভ্যতা গড়ে ওঠতে পারে। হতে পারে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন।'

বিশাল হাওরে সূর্য ডুবার দৃশ্য নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করা যায় না। যেন এক মায়াপুরী। বিশ্বের এক হাজার ৩১টি রামসার সাইটের মধ্যে টাঙ্গুয়া বাংলাদেশের দ্বিতীয় রামসার সাইট।

স্থানীয়রা জানান, হাওর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিতরাই অনিয়মের সাথে জড়িত। তাই এলাকায় আজ রব ওঠেছে—'টাঙ্গুয়ায় গাছ নেই, পাখি নেই; মাছও নেই। আমরা টাঙ্গুয়া রক্ষায় সবধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।'

স্থানকে এক ম্যাপে প্রদর্শনের ফলে দর্শনার্থীরা খুব সহজে জেলার উল্লেখ্যযোগ্য স্থানসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন। এছাড়া ম্যাপে সিলেট সার্কিট হাউজ থেকে সকল দর্শনীয় স্থানের দূরত্ব নির্দেশের ফলে এই ম্যাপ দেশ-বিদেশের সকল দর্শনার্থীর ট্যুর প্ল্যান করতে সাহায্য করবে।

তাছাড়া ম্যাপে প্রদর্শিত কিউআর কোড স্ক্যান করে ভ্রমণ উৎসাহীরা পেয়ে যাবেন জেলার উল্লেখ্যযোগ্য হোটেল, রেন্ট-এ কার, সিএনজি, বাস ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য। পরিশেষে, হটলাইন (০১৯০৪-৬৬৭৯৫৬) নম্বরে যোগাযোগের মাধ্যমে দর্শনার্থীরা ভ্রমণ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল সুযোগ-সুবিধার তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ সম্পর্কে জেলা প্রশাসনকে অবহিত করতে পারবেন।

P-8 / ইত্তেফাক, Ittefaq, 19 NOV 2022

শনিবার
১৯ নভেম্বর ২০২২
দৈনিক ইত্তেফাক

ফিচার

প্রকৃতি-পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় টাঙ্গুয়াবাসীর উদ্যোগ

P-8 / বর্ণচ্ছটা, Ittefaq, 19 Nov. 2022

● হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী | সিলেট অফিস |

'আমরা সবাই হাওরবাসী/ হাওর ছাড়া বুঝি না/ টাঙ্গুয়ার হাওরকে মরতে আমরা দিব না/ মরতে আমরা দিব না'—এমনি আবেগী কণ্ঠে টাঙ্গুয়ার হাওর পাড়ের ক্ষুদে গায়ক তামিম নৌকায় পানিতে ভাসতে ভাসতে আপন মনে গেয়ে চলে প্রতিদিন সকাল-বিকাল। গানটি যে শুধু তামিমের, তা নয়। এটি টাঙ্গুয়া পাড়ের বাসিন্দা তথা সারা সুনামগঞ্জবাসীর ইদানিংকালের আর্তনাদ। 'রামসার সাইট'ভুক্ত বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ এ হাওর তিলে তিলে হারিয়ে যেতে চলছে। তাই এমন গান রচনা করে টাঙ্গুয়ার হাওরকে ধ্বংসের হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে সর্বমহলে দাবি ওঠেছে।

প্রকৃতির এক অনন্য সম্পদ সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার বিশাল 'টাঙ্গুয়ার হাওর'। দিনের বেলা হাওরের নীল জলে গলা পর্যন্ত ডুবে থাকা সারিসারি হিজল-করচ গাছ, আর দূরে খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়ের দৃশ্য এক নয়ন জুড়ানো দৃশ্য। সন্ধ্যায় গাছ-গাছালির আড়ালে লাল সূর্য হাওরে ডুবে যাওয়ার দৃশ্যপটে আঁকা ছবিকেও হার মানায়। শীতে হাওরটির বিশাল অংশ শুকিয়ে যায়। তবে ভোরে সূর্য উঠার আগে রাতের

ঝুঁকির মুখে হাওরের পরিবেশ ও প্রতিবেশ। অবশ্য সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. জাহাঙ্গির হোসেন বলেন, 'আগামী বছর থেকে ইঞ্জিন নৌকার চলাচল সীমিত করা হবে।' সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডু বলেন, 'মাছের প্রজননের সময় হাওর এলাকায় যখন ইঞ্জিনচালিত নৌকা চলে তখন শব্দে মাছের প্রজনন বাধাগ্রস্ত হয়। এতে মাছের বংশ বৃদ্ধি হয় না।'

'টাঙ্গুয়ার হাওরে গাছ, মাছ, পাখি কমেছে। জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে'— এমন মন্তব্য করে সুনামগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ বলেন, 'টাঙ্গুয়ায় প্রকৃতি-পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও মাছের উৎপাদন বাড়াতে কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ব্যর্থ হয়েছে। এটি বাতিল করে হাওরের সম্পদ রক্ষা ও উন্নয়নে বিকল্প উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আবারও ইজারা প্রথায় যেতে হবে।'

এদিকে ইদানিং টাঙ্গুয়াকে ঘিরে এলাকায় কিছুটা কর্মসংস্থান হলেও অস্তিত্ব হারাতে বসেছে টাঙ্গুয়া। বিশেষ করে ইঞ্জিনচালিত নৌকার অবাধ যাতায়াত

মাসে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে টাঙ্গুয়ার হাওর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বর্তায় সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ওপর। টাঙ্গুয়ার হাওর উন্নয়নে আর্থিক সহায়তায় এগিয়ে আসে দাতা সংস্থা এসডিসি। কারিগরি সহযোগিতায় আইইউসিএন। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তারা রামসার নীতিমালার আলোকে 'কমিউনিটি বেইজড সাসটেনেবল মেনেজমেন্ট অব টাঙ্গুয়ার হাওর (সিবিএসএমটিএইচ) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে সংশ্লিষ্টরা নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তবে গৃহীত পদক্ষেপে টাঙ্গুয়ার বা এলাকাবাসীর অবস্থার কী পরিবর্তন হয়েছে তা মূল্যায়নের দাবি ওঠেছে। 'টাঙ্গুয়া

পর্যটকদের জন্য সুখবর

তৈরি হয়েছে আকর্ষণীয় 'সিলেট পর্যটন ম্যাপ'

প্রকৃতিকন্যা সিলেটের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উপভোগ করতে ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য জেলা প্রশাসন সিলেটের উদ্যোগে এবার তৈরি হয়েছে আকর্ষণীয় 'সিলেট পর্যটন ম্যাপ'।

প্রকৃতির অপরূপ লীলাভূমি সিলেটের সকল দর্শনীয়

P-16/2, Ittefaq, 6 Dec. 2022

অনিয়ম ঠেকাতে লটারিতে বদলি

রাজউকের এই ৬৭ ইমারত পরিদর্শক ৩ থেকে ৯ বছর একই জোনে দায়িত্ব পালন করেছিলেন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে কেউ তিন বছর আবার কেউ ৯ বছর একই জোনে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। এতে সেবার ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা, অবৈধ লেনদেন ও তদবির বাণিজ্যের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল। আবার কর্মকর্তাদের সেই জোন থেকে বদলি করতে গেলেও তদবিরের কারণে সে বদলি থেমে যায়। যার কারণে রাজউক এবার লটারির মাধ্যমে কর্মকর্তাদের বদলির ব্যবস্থা চালু করেছে। গতকাল সোমবার ১০টায় রাজউকের মতিঝিল কার্যালয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে লটারির মাধ্যমে ৬৭ জন ইমারত পরিদর্শককে বদলি করা হয়। লটারি শেষে সঙ্গে সঙ্গে অফিস আদেশ স্বাক্ষর করে তা জারি করা হয়েছে। নতুন পদায়িত পরিদর্শকরা আগামী রবিবার কর্মস্থলে যোগদান করবেন বলেও আদেশে জানানো হয়েছে।

সূত্র জানায়, রাজউকের ইমারত পরিদর্শকদের একই পদে একই জোনে বছরের পর বছর কর্মরত থাকায় ভবন নির্মাণকাজ পরিদর্শনে অর্থের বিনিময়ে রিপোর্ট প্রদান করার অভিযোগ রয়েছে। ফলে রাজধানীতে বেশির ভাগ ভবন নির্মাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতিমালা না মেনে করা হচ্ছিল। যার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের সংখ্যাও বাড়ছে। এর মধ্যেই চলছে বসবাস ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম।

এ বিষয়ে রাজউকের চেয়ারম্যান মো. আনিছুর রহমান মিঞা বলেন, 'আমরা জনগণের চাহিদামতো সেবা দিতে পারছি না। এজন্য লটারির মাধ্যমে বদলি করা হচ্ছে, যাতে সেবার মান বাড়ে।' লটারির মাধ্যমে বদলি হলে তাদের কর্মস্পৃহা বাড়বে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'তারা মনে করবেন, তাদের ইচ্ছাকৃত বদলি করা হয়নি। এর ফলে তারা কাজে একটু উৎসাহিত হবেন। সব জোনে একই ধরনের কাজ থাকায় তাদের এই পদ্ধতিতে বদলি করা হয়েছে।'

প্রচলিত অভিযোগের কথা তুলে ধরে রাজউক চেয়ারম্যান বলেন, 'অভিযোগ আছে, তিনি তো অমুক ক্ষমতাশালী ব্যক্তির তদবিরে এসেছেন। তিনি কী কাজ করবেন। সে কারণে আমরা দেখলাম এভাবে বদলি করা যায়, যেখানে সবাই সমান। এতে করে জনগণের কাছে বার্তা যাবে তিনি কারো লোক নন। আর আপনারাও (উপস্থিত সাংবাদিক) দেখলেন, এই বদলির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কোনো ধরনের তদবির লাগেনি।'

তিনি আরো বলেন, কোনো ব্যক্তি নাগরিকদের প্রাপ্য সেবা নষ্ট করলে বা কোনো প্রকার অন্যায় কিংবা অবৈধ কার্যক্রম করলে তাকে অবশ্যই শাস্তির আওতায় আনা হবে। আমরা কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা আনতে ও ভবন নির্মাণে ব্যত্যয় ঘটালে আমরা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছি। তবে তিনবার নোটিশ প্রদান করা পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

অনিয়ম ঠেকাতে

১৬ পৃষ্ঠার পর P-16/2, Ittefaq 06/12/2022

হলেও কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ না করলে বা নিজ দায়িত্বে না ভাঙলে আমরা উচ্ছেদ পরিচালনা করছি। বদলিকৃতদের হুঁশিয়ারি দিয়ে চেয়ারম্যান বলেন, পরিদর্শন কাজে যদি কোনো গাফেলতি করা হয় অবশ্যই তাদের ক্লোজ করা হবে ও তাদের কর্মকাণ্ডকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে।

15 DEC 2022

কক্সবাজার : সেন্টমার্টিনে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের প্লাস্টিক এক্সেঞ্জ সেন্টার। এখানে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের বিনিময়ে দেওয়া হয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য—ইত্তেফাক

সেন্টমার্টিনে প্লাস্টিক বর্জ্য জমা দিলেই মিলছে চাল ডাল লবণ

P-15, Ittefaq, 15 Dec. 2022

■ কক্সবাজার প্রতিনিধি

সামুদ্রিক শৈবাল ও রঙিন প্রবালসমৃদ্ধ নীল জলের দ্বীপ সেন্টমার্টিন। প্রকৃতির সেই অপরূপ সুধা পান করতে পর্যটন মৌসুমে লাখো পর্যটক দ্বীপে ভ্রমণ করছেন। অসচেতনতার কারণে যত্রতত্র বর্জ্য ফেলায় প্রতিনিয়ত সমুদ্র ও দ্বীপের পরিবেশের অবনতি ঘটছে। সমুদ্রেও প্লাস্টিকের বোতল ও প্লাস্টিকপণ্য ফেলায় উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে দূষণ; হুমকির মুখে পড়ছে জীববৈচিত্র্য। সেন্টমার্টিনের পরিবেশ রক্ষায় প্লাস্টিকমুক্ত করতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন।

এখন থেকে যত্রতত্র ফেলা প্লাস্টিক কুড়িয়ে নেবে দ্বীপবাসী। কুড়ানো প্লাস্টিকের বিনিময়ে মিলবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। এসব কিনতে আর টাকার প্রয়োজন হবে না। পরিত্যক্ত প্লাস্টিক জমা দিয়েই সেন্টমার্টিনের অধিবাসীরা ব্যাগভর্তি বাজার নিয়ে বাসায় ফেরার ব্যবস্থা করেছে বিদ্যানন্দ। গত মঙ্গলবার দুপুর থেকে সেন্টমার্টিনে প্লাস্টিক বিনিময় স্টোরের কার্যক্রম শুরু করেছে সংস্থাটি।

স্থানীয়দের ধারণা, পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব কেবল সরকারের। কিন্তু আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সরকারের একার পক্ষে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দিন দিন বেড়েই চলেছে প্লাস্টিক দূষণের মাত্রা। এছাড়াও পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের মূল্য দেওয়া বা রিসাইকেল করার মতো কোনো ব্যবস্থা সেন্টমার্টিনে না থাকায় সেখানকার মানুষ প্লাস্টিককে অপ্রয়োজনীয় মনে করে ফেলে দেন।

প্রবাল দ্বীপকে প্লাস্টিক দূষণ থেকে রক্ষায় একদল স্বেচ্ছাসেবী গ্রহণ করেছে প্লাস্টিক এক্সচেঞ্জের নতুন উদ্যোগ। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এ উদ্যোগের আওতায় সেন্টমার্টিন দ্বীপে স্থাপন করা হয়েছে 'প্লাস্টিক এক্সচেঞ্জ স্টোর'। যেখানে মানুষ তাদের ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্যের খালি পাত্র বা বোতল এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবেন চাল, ডাল, তেল, চিনি, লবণসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। এতে স্থানীয়দের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা যেমন পূরণ হবে, ঠিক তেমনই কমবে পরিবেশ দূষণ। মানুষ তাদের জমানো প্লাস্টিক এক্সচেঞ্জ করে প্রয়োজন অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিতে পারবে।

এদিকে, সংগৃহীত প্লাস্টিক দিয়ে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় স্বেচ্ছাসেবীরা কক্সবাজারে তৈরি করবেন বিশাল আকৃতির একটি 'প্লাস্টিক দানব'। ধারণা করা হচ্ছে, এই দানব হবে বাংলাদেশের সমুদ্রসৈকতের সবচেয়ে বড় স্ট্যাচু। এই দানব তৈরির মাধ্যমেই বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন মানবসমাজকে একটি বার্তা দিতে চায়, প্লাস্টিকের ফলে পরিবেশ যে-হারে দূষিত হচ্ছে, তা ধীরে ধীরে দানবে রূপ নিচ্ছে। আর এই দানবই পরবর্তী সময়ে মানবসমাজের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান জানান, প্লাস্টিকের বিনিময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যমেলা অবশ্যই দ্বীপকে রক্ষা করতে কার্যকরী ও সুন্দর উদ্যোগ। এটি নিয়মিত করা গেলে সহসা সুফল আসবে।

বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের প্লাস্টিক এক্সচেঞ্জ স্টোরের প্রতিনিধি আকরাম হোসেন জানান, প্লাস্টিক জমা দিলেই প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য পাবেন দ্বীপবাসী। প্রথম দিনে লোকজন দ্বীপের নানা স্থান থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে প্লাস্টিক জমা দিয়ে বাজার করেছে। এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হিসেবে দ্বীপকে প্লাস্টিক থেকে বাঁচিয়ে দূষণমুক্ত রাখা। আবারও দ্বীপে

শেভরনের অর্থায়নে সিলেট কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী ভোলানন্দ উত্তরণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। উত্তরণ প্রকল্পের অর্থায়নে রয়েছে শেভরন এবং বাস্তবায়নে সুইস কন্ট্যাক্ট। সিলেট সিটি করপোরেশনের সঙ্গে পার্টনারশিপের মাধ্যমে ভোলানন্দ উত্তরণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকীকরণের কাজ শুরু করে উত্তরণ প্রকল্প, যা সিলেট সিটি করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হবে।

সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌহাট্টায় অবস্থিত প্রশিক্ষণকেন্দ্রটি সিলেট সিটি করপোরেশন পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচালনা করবে। কেন্দ্রটি বছরে চারটি ট্রেডে ৮০০ জন যুবাকে প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মাদ বদরুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্ম-সচিব), সিলেট সিটি করপোরেশন; সলিল বরণ দাস, গ্যাস প্ল্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট, শেভরন বাংলাদেশ; ডি বার্বন, সিনিয়র সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজর, ওপিজি করপোরেট অ্যাফেয়ার্স; খন্দকার তুষারুজ্জামান, ম্যানেজার, কমিউনিটি এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট; মুজিবুল হাসান, কান্ট্রি ডিরেক্টর, সুইস কন্ট্যাক্ট বাংলাদেশ। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Ittefaq
02 Jan. 2023
P-1

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২২৪/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
www.bnswc.gov.bd

নং-৪১.০৩.০০০০.০৮৪.০২.০০৬(২).২২-২৬৩৫

তারিখ : ১৭ পৌষ, ১৪২৯বঙ্গাব্দ
০১ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

গবেষণা প্রস্তাবনার আগ্রহব্যক্তকরণ পত্র আহ্বান (EOI)

০১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
০২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
০৩	EOI আহবানকারী	:	নির্বাহী সচিব (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
০৪	EOI আহবানের কারণ	:	গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নির্বাচিত শিরোনামে সামাজিক গবেষণার প্রস্তাবনা আহবান
০৫	EOI বিজ্ঞপ্তির সূত্র ও তারিখ	:	নং-৪১.০৩.০০০০.০৮৪.০২.০০৬(২).২২- ২৬৩৫ তারিখ: ০১ জানুয়ারি, ২০২৩
০৬	ক্রয় পদ্ধতি	:	নির্দিষ্ট বাজেটের অধীন নির্বাচন পদ্ধতি
০৭	অর্থের উৎস	:	রাজস্ব
০৮	EOI বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	:	০২/০১/২০০২৩ খ্রি:
০৯	EOI জমা প্রদানের সর্বশেষ তারিখ ও সময়	:	১৭/০১/২০০২৩ খ্রি: দুপুর ১২.০০ মিনিট
১০	EOI দাখিলের ঠিকানা	:	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, ২২৪/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
১১	গবেষণার শিরোনামসমূহ	:	০১ ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ ০২ সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়ণমূলক প্রশিক্ষণ শেষে অপরাধী পুনর্বাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধের কার্যকারিতা যাচাই ০৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন ০৪ পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন পরিত্যক্ত/পাচার হতে উদ্ধারকৃত শিশুদের লালনপালনে ছোটমনি নিবাসের কার্যক্রমের উপর সমীক্ষা ০৫ প্রতিবন্ধী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির সহায়ক ডিভাইস সহজীকরণ ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফিচার সংযুক্তকরণে করণীয়
১২	প্রধান শর্তসমূহ	:	১। প্রতিটি গবেষণা কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭,০০,০০০ (সাত লক্ষ) টাকা (ভ্যাট ও আয়করসহ)। তন্মধ্যে ৭০,০০০/ (সত্তর হাজার) টাকা গবেষণা সংশ্লিষ্ট সেমিনার ও মূল্যায়ন বাবদ বরাদ্দ থাকবে। ২। গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেকোন একটি শিরোনাম নির্বাচন করে বাংলা ভাষায় ১৫০০ শব্দের একটি গবেষণা সারসংক্ষেপ আগ্রহব্যক্তকরণ পত্রের সাথে দাখিল করবেন। ৩। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে, যা পরিষদের ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে। ৪। গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান গবেষকের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সহায়ক গবেষক বা জনবলের যোগ্যতা/তথ্য, গবেষণার সামর্থ, শিরোনাম সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা ইত্যাদি আগ্রহব্যক্তকরণ পত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। ৫। মূলসহ ০৩ সেট EOI দাখিল করতে হবে।
১৩	EOI আহবানকারী কর্মকর্তার নাম	:	মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
১৪	EOI আহবানকারী কর্মকর্তার পদবি	:	নির্বাহী সচিব (যুগ্মসচিব)
১৫	EOI আহবানকারী কর্মকর্তার ঠিকানা	:	নির্বাহী সচিব (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, ২২৪/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ২২২২২৮১২৫।

(মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন)
নির্বাহী সচিব (যুগ্মসচিব)
ফোন : ২২২২২৮১২৫
e-mail : es@bnswc.gov.bd

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ৩ মাঘ ১৪২৯
১৭ জানুয়ারি ২০২৩

বিলুপ্তির পথে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী চুঙ্গা পিঠা

Ittefaq, P-7, 17 January 2023

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা

বৃহত্তর সিলেটের ঐতিহ্যবাহী চুঙ্গাপুড়া পিঠা এখন বিলুপ্তপ্রায়। পূর্বের মতো এখন আর গ্রামীণ বসতবাড়িতে চুঙ্গাপুড়ার আয়োজন চোখে পড়ে না। শীতের রাতে খড়কুটো জ্বালিয়ে সারা রাত চুঙ্গাপুড়ার দৃশ্যও দেখা যায় না। ভোজনরসিকরা জানান, চুঙ্গাপুড়া পিঠার প্রধান উপকরণ ঢলুবাঁশ কমে যাওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাদের দাবি, বাঁশটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

এক সময় ছিল পৌষ সংক্রান্তিতে বাজারে মাছের মেলাও বসতো। সেই মেলা থেকে মাছ কিনে কিংবা হাওর-নদী থেকে বড় বড় রুই, কাতলা, চিতল, বোয়াল, পাবদা, কই, মাগুর মাছ ধরে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হতো। তারপর মসলা দিয়ে ভাজি করে (আঞ্চলিক ভাষায় মাছ বিরান) চুঙ্গাপুড়া পিঠা খাওয়া ছিল সিলেটের এক অন্যতম ঐতিহ্য। বাড়িতে মেহমান বা নতুন জামাইকে শেষ পাতে চুঙ্গাপুড়া পিঠার সঙ্গে মাছ ভাজি আর নারিকেলের পিঠা পরিবেশন ছিল রেওয়াজ। বর্তমানে সেই দিন আর নেই। চুঙ্গা পিঠা তৈরির প্রধান উপকরণ ঢলুবাঁশ ও বিন্নি ধানের চাল (বিরইন ধানের চাল) সরবরাহ এখন অনেকটাই কমে গেছে।

জানা যায়, মৌলভীবাজারের বড়লেখার পাথরিয়া পাহাড়, জুড়ীর লাঠিটিলা, রাজনগরসহ বিভিন্ন উপজেলার টিলায় টিলায় ও চা-বাগানের টিলায়, কুলাউড়ার গাজীপুরের পাহাড় ও জুড়ী উপজেলার চুঙ্গাবাড়ীতে প্রচুর ঢলুবাঁশ পাওয়া যেত। তন্মধ্যে চুঙ্গাবাড়ী এক সময় প্রসিদ্ধ ছিল ঢলুবাঁশের জন্য। তবে অনেক আগেই বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাওয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে ঢলুবাঁশ। পাহাড়ে বাঁশ না থাকায় বাজারে ঢলুবাঁশের দামও এখন তাই বেশ চড়া। ব্যবসায়ীরা দূরবর্তী এলাকা থেকে ঢলুবাঁশ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। পরে তা নিজ নিজ উপজেলার বাজারে বিক্রি করে।

ভোজনরসিকরা জানান, ঢলুবাঁশ ছাড়া চুঙ্গাপিঠা তৈরি করা যায় না। ঢলুবাঁশে এক ধরনের তৈলাক্ত রাসায়নিক পদার্থ আছে, যার কারণে আগুনে বাঁশটি পুড়ে যায় না। বাঁশে অত্যাধিক রস থাকায় আগুনে না পুড়ে ভিতরের পিঠা তাপে সিদ্ধ হয়। ঢলুবাঁশের চুঙ্গা দিয়ে ভিন্ন স্বাদের পিঠা তৈরি করা হয়ে থাকে। কোনো কোনো জায়গায় চুঙ্গার ভেতরে বিন্নি চাল, দুধ, চিনি, নারিকেল ও চালের গুড়া দিয়ে পিঠা তৈরি করা হয়। পিঠা তৈরি হয়ে গেলে মোমবাতির মতো চুঙ্গা থেকে পিঠা আলাদা হয়ে যায়।

শমশেরনগর বাজার থেকে ঢলুবাঁশ নিতে আসা নিবাস চন্দ শীল ও সজীব শীল বলেন, ঢলুবাঁশ সব সময় পাওয়া যায় না। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বাজারে উঠেছে। আজ থেকে ১০-১৫ বছর আগে প্রচুর দেখা যেত। এখন হারিয়ে বসেছে। কমলগঞ্জ উপজেলার লেখক-গবেষক আহমদ সিরাজ জানান, আগে কম-বেশি সবার বাড়িতে ঢলুবাঁশ ছিল। এখন সেই বাঁশ আগের মতো নেই। এই বাঁশ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যার কারণে চুঙ্গাপুড়া পিঠার রেওয়াজও উঠে যাচ্ছে। এক সময় এই ঢলুবাঁশ দিয়ে চুঙ্গাপুড়ার ধুম লেগেই থাকতো।

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) : শমশেরনগর বাজারে বিক্রির জন্য আনা চুঙ্গাপুড়া পিঠার প্রধান উপকরণ ঢলুবাঁশ —ইত্তেফাক

বিশ্বনাথে গোয়াহরি বিলে পলো বাওয়া উৎসব

P-7, Ittefaq, 22 Jan 2023

■ বিশ্বনাথ (সিলেট) সংবাদদাতা

কুয়াশাঢাকা কনকনে শীত উপেক্ষা করে সকাল ৮টা থেকেই বিলের ধারে পলো হাতে জড়ো হয়েছেন মাছশিকারিরা। বাদ যায়নি শিশু-কিশোরও। এরপর বিলের পাড়ে বসে চলে মাছ ধরার প্রস্তুতি। পূর্ব নির্ধারিত সময় সকাল সাড়ে ১০টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সবাই বিলে নেমে শুরু করেন পলো বাওয়া। একটু পরপরই বিল থেকে শিকারিদের কুলিতে ভরতে দেখা যায় বোয়াল, ঘাঘট, রুই, কাতলা, মৃগেল, শোল, গজার মাছ। গতকাল শনিবার উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের গোয়াহরি গ্রামের দক্ষিণের (বড়) বিলে দেখা মিলে এ চিত্রের। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী এ উৎসবে গোয়াহরি গ্রামের সব বয়সি পুরুষ অংশ নেন। গোয়াহরি গ্রামের ঐহিত্য অনুযায়ী প্রতি বছরের মাঘ মাসের প্রথম তারিখে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু এবার বিলে মাছ বেশি থাকায় এলাকাবাসী মিলে এ সময় পলো বাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পলো বাওয়া উৎসবকে কেন্দ্র করে গোয়াহরি গ্রামে গত কয়েক দিন ধরে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছিল। এই উৎসব আগামী ১৫ দিন পযন্ত চলবে। গোয়াহরি গ্রামের পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এই ১৫ দিন বিলে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে গ্রামবাসীর ঐতিহ্য অনুযায়ী আগামী ১৫ দিন পর ২য় ধাপে পলো বাওয়া হবে। এই ১৫ দিনের ভেতরে বিলে হাত দিয়ে মাছ ধরা হবে এবং কেউ চাইলে পেলান জান (হাতা জাল) দিয়ে মাছ ধরতে পারবেন।

সরেজমিনে গোয়াহরি বিলে দেখা যায়, মাছ শিকার করতে নিজ নিজ পলো নিয়ে বিলের ওপর ঝাপিয়ে পড়েন লোকজন। যাদের পলো নেই তারা মাছ ধরার ছোট ছোট বিভিন্ন জাল নিয়ে মাছ শিকারে ব্যস্ত সময় কাটান। এ সময় মাছ ধরার এ দৃশ্যটি উপভোগ করতে বিলের পারে ছোট ছোট শিশু থেকে বৃদ্ধ বয়সের পুরুষ-মহিলা, দূর থেকে আসা অনেকের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ছেলে বুড়ো মিলিয়ে প্রায় ৫ শতাধিক লোক পলো বাওয়া উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

গোয়াহরি গ্রামের ইকবাল হোসেন বলেন, পলো বাওয়া উৎসব আমাদের গ্রামের একটি ঐতিহ্য। আমার কাছে পলো বাওয়া উৎসব খুব মজার বিষয়। শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমি এ উৎসবে অংশগ্রহণ করি। আমাদের গ্রামবাসী যুগ যুগ ধরে এই উৎসব পালন করে আসছেন। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার মাছ বেশি পাওয়া গেছে। মাদ্রাসা শিক্ষক গোয়াহরি মাওলানা লুৎফুর রহমান বলেন, মাছ ধরায় অংশ নিতে পেরেছি তাই আমার খুব আনন্দ লাগছে। যুক্তরাজ্য প্রবাসী আশরাফুজামান বলেন, আমি পলো বাওয়া অনেক বছর দেখিনি। আমার ভাগ্য ভালো এবার এ উৎসব দেখতে পারলাম। খুবই ভালো লাগছে। পলো দিয়ে মাছ শিকার একটি মজার বিষয়।

বিশ্বনাথ (সিলেট) : পলো দিয়ে বিলে মাছ ধরা হচ্ছে —ইত্তেফাক

সিলেটকে বন্যামুক্ত রাখতে সুরমা নদী খনন শুরু

১৮ কিলোমিটার খননে ব্যয় ৫০ কোটি টাকা

P-16/2, Ittefaq, 22 January 2023

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস

সিলেট নগরীর কাছে শুকিয়ে যাওয়া সুরমা নদীর খনন শুরু হয়েছে। শনিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড.এম এ মোমেন খনন কাজের উদ্বোধন করেছেন। খনন কাজ দেখতে নদীর দুই তীরে মানুষের ভিড় জমে যায়।

প্রতি শীত মৌসুমে প্রবাসী অধ্যুষিত বিভাগীয় নগরী সিলেটের মধ্যদিয়ে বয়ে যাওয়া সুরমা নালায় পরিণত হয়। আর বর্ষায় এই সুরমা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে সিলেট নগরীসহ আশপাশের এলাকা ডুবিয়ে দেয়। দেখা দেয় নদী ভাঙন। নাব্যতা কমে যাওয়ায় তীর উপচে ও নগরী বড় বড় নালা দিয়ে পানি ঢুকে সিলেট শহরকে প্লাবিত করে। শহরের পানি নিষ্কাশনের মাধ্যম ছড়া-খালগুলো দিয়ে উল্টো প্রবেশ করে সুরমার পানি। গত বছর দুই দফা বন্যায় এভাবেই নাকাল হতে হয়েছে সিলেট নগরবাসীকে। অবশেষে বন্যার কবল থেকে নগরবাসীকে মুক্ত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয় সুরমা নদী খননের। সিলেট পানি উন্নয়ন বোর্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এসএম শহীদুল ইসলাম ইত্তেফাককে,' লামাকাজি পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢ
৫০১১৭০০, বার্তা ফ্যাক্স : ৪১০১০১৭৭-৮, মফস্বল ফোন : ৪১০১০১৭২, বিজ্ঞাপন-ফোন : ৫৫০১১৭১৪, ৪৭১১৫

সিলেটকে বন্যামুক্ত

১৬ পৃষ্ঠার পর P-16/2, Ittefaq, Jan 22, 2023

পর্যন্ত কোথাও ২০ ফুট আবার কোথাও ১৫ ফুট খননের ডিজাইনসহ কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। এই খননে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।' তিনি বলেন, সিলেট নগরীকে পুরোপুরি বন্যামুক্ত করতে হলে নদীর দুই তীরে আরসিসি ঢালাই দিয়ে বাঁধ দিতে হবে এবং জমে থাকা পানি বের করার জন্য পাম্প হাউজ স্থাপন করতে হবে। কর্মকর্তারা বলেন, এই খননে কিছুটা হলেও প্রাণ ফিরবে সুরমায়। তবে শুধু নদী খনন করলেই সিলেট নগরীকে বন্যা কিংবা জলাবদ্ধতা মুক্ত করা যাবে না, এজন্য প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ ড্রেনেজ ব্যবস্থারও উন্নয়ন।

পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিস সূত্রে জানা গেছে, গেল বছর মে ও জুন মাসে সিলেটে নগরীতে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়। ঐ সময় সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে বন্যা নিরসনে সুরমা নদী খনন, শহরক্ষা বাঁধ এবং নদী ও ছড়া-খালের উৎসমুখে স্লুইসগেট নির্মাণের দাবি তোলা হয়। ঐ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন এমপিও সুরমা নদী খননের ওপর জোর দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে পানি উন্নয়ন বোর্ড সুরমা নদী খননের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

সূত্র মতে, কানাইঘাট থেকে ছাতক পর্যন্ত সুরমা নদী খননের জন্য একটি ডিপিপি জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটি এখনো আলোর মুখ দেখেনি। গেল বছর বন্যার পর কুশিঘাট থেকে ছাতকের লামাকাজি সেতু পর্যন্ত প্রায় ১৮ কিলোমিটার খননের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ওই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ৫০ কোটি টাকা। নদী খননের জন্য ইতিমধ্যে দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেওয়া হলে তারা কাজ শুরু করেছে।

সিলেট পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আসিফ আহমদ জানান, সুরমা নদী খনন শুরু হয়ে গেছে। কুশিঘাট থেকে লামাকাজি সেতু পর্যন্ত খনন হলে সুরমার নাব্য বাড়বে। আগামী জুন মাসের মধ্যেই খনন কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা। তবে কেবলমাত্র সুরমা খনন করলেই সিলেট নগরীকে বন্যা কিংবা জলাবদ্ধতা মুক্ত করা যাবে না। এজন্য নগরীর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত ছড়া ও খালগুলোর পানি প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।

সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী নূর আজিজুর রহমান জানান, জলাবদ্ধতা নিরসনে ছড়া-খাল নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। এরপরও এ বছর ছয় সদস্যের একটি তদারকি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্ষায় যাতে জলাবদ্ধতা না হয় সেজন্য প্রতিবন্ধকতাগুলো এই কমিটি চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ করবে। সিলেট নগরীর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বড় বড় ছড়া-খালগুলো সুরমা নদীর যেসব পয়েন্টে পতিত হয়েছে সেসব স্থানে স্লুইস গেট নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে এর বাস্তবায়নে সময় লাগবে।

ওসমানীনগরে সাহেদ আফ্রিদির অন্যরকম উদ্যোগ

বিনা পয়সায় তালিম নিয়ে ফ্রিল্যান্সিংয়ে প্রতিষ্ঠিত ২ হাজার তরুণ

P-5, Ittefaq, 25/01/2023

■ ওসমানীনগর (সিলেট) সংবাদদাতা

সাহেদ আফ্রিদির বাড়ি ওসমানীনগরে। এখন তিনি সিলেট শহরে বেশি সময় অবস্থান করেন। শিক্ষিত বেকার যুবকদের তিনি বিনা পয়সায় প্রশিক্ষণ দেন ফ্রিল্যান্সিংয়ের। শুধু তাই নয়; প্রথম পর্যায়ে তিনি প্রশিক্ষিত বেকার যুবকদের কাজেরও ব্যবস্থা করে দেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনলাইনে তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন তরুণরা। এ পর্যন্ত তার তত্ত্বাবধানে ২ হাজারের অধিক তরুণ সফল ফ্রিল্যান্সার হয়েছেন। গত পাঁচ বছরে নিজে সফল ফ্রিল্যান্সার হওয়ার পাশাপাশি এই প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন সাহেদ। ফ্রিল্যান্সিংয়ে উদ্যোক্তা

লাগিয়ে কাজ শুরু করেন বেকারত্ব দূরীকরণের। তার তত্ত্বাবধানে প্রায় ২ হাজারের অধিক সফল ফ্রিল্যান্সারের একটি টিম ঘরে বসে রেমিট্যান্স অর্জনে কাজ করছেন। গত বছরের ২৬ মে আইসিটি অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ-২০২২-এর জাতীয় পর্যায়ের সেরা মেন্টরের স্বীকৃতি লাভ করেন। গত ১৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে রাইজিং ইউথ ইনস্টিটিউট ও ন্যাশনাল ইউথ কেরিয়ার কার্নিভালে রাইজিং ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড-২০২২ সম্মাননা অর্জন করেন।

সাহেদ আফ্রিদি বলেন, ফ্রিল্যান্সিং এমন একটি পেশা যেখানে শুধু নিজের দক্ষতাকে কাজে

P-8, Ittefaq, 7 Feb 2023

এই দুর্যোগে আমরা শোকাভিভূত

তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার সংঘটিত ভূমিকম্প আমাদের মর্মাহত করিয়াছে। সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী দুই সহস্রাধিক মানুষের প্রাণহানি হইয়াছে। ঘটিয়াছে ব্যাপক বিপর্যয়। রিখটার স্কেলে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্প আক্ষরিক অর্থেই অত্যন্ত ভয়ানক। ভূমিকম্পটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, তুরস্ক ও সিরিয়া ছাড়াও লেবানন, সাইপ্রাস এবং ইসরাইল জুড়িয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ ইহার কম্পন অনুভব করেন। এই ভূমিকম্পকে ১৯৩৯ সালের পর সবচাইতে বড় বিপর্যয় হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট। শেষ রাতে ভূমিকম্প হইবার কারণে অধিকাংশ মানুষই তখন ঘুমাইয়াছিলেন। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল তুরস্কের গাজিয়ানটেপ প্রদেশে, সেইখানে তাপমাত্রা মাইনাস ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেইখানকার এই অতি শীতল পরিবেশ স্বাভাবিকভাবেই উদ্ধারকার্যও কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। এই দুর্যোগের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ভিডিও এবং ছবি বিভিন্ন মাধ্যমে উঠিয়া আসিতেছে—যাহা দেখিয়া শিউরাইয়া উঠিতে হয়। স্মর্তব্য যে, তুরস্ক পৃথিবীর অন্যতম সক্রিয় ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলির একটি। ইহার পূর্বে ১৯৯৯ সালে দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে ১৭ হাজারের অধিক মানুষ নিহত হইয়াছিল। এই জন্য আশঙ্কা করা হইতেছে, এই বারের বিপর্যয় আরো মারাত্মক হইবে।

ভূমিকম্প কেন হয়, তাহার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময় দিয়াছেন। যদিও ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া অত্যন্ত কঠিন, তবে তুরস্কের এই ভূমিকম্পের পূর্বাভাস নাকি ইতিপূর্বেই দেওয়া হইয়াছিল। পবিত্র কোরআনে 'ভূমিকম্প' নামের একটি সুরা আছে। ইহার নাম হইল 'আল-যিলযাল'। এই সুরায় বলা হইয়াছে—'ভূমিকম্পের কারণে সমগ্র পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিবে, আর সমস্ত বস্তু চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে।' সুরা মুলকের সূচনায় বলা হইয়াছে—'খালাকাল মাওতা ওয়াল হায়াতা...' অর্থাৎ মহান আল্লাহ জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন নানাভাবে। ভূমিকম্পের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাহার বান্দাদের সতর্ক করেন, যাহাতে তাহারা অনুতপ্ত হয় এবং সতর্ক হয়। মহান আল্লাহ বলিয়াছেন, 'আমি ভয় দেখাইবার জন্যই (তাহাদের নিকট আজাবের) নিদর্শনগুলি পাঠাই।' (সুরা বনি ইসরাইল : ৫৯)। সুতরাং যখন কোথাও ভূমিকম্প হয় অথবা সূর্যগ্রহণ হয় কিংবা ঝোড়ো বাতাস বা বন্যা হয়, তখন মানুষের উচিত মহান আল্লাহর নিকট অতি দ্রুত তওবা করা।

দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষ করিয়া নেপাল, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ভারতে প্রায়শই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। জানা যায়, বাংলাদেশেও টাইম বোমার মতো বড় একটি ভূমিকম্প অপেক্ষা করিতেছে। ভারতীয়, ইউরেশীয় ও মিয়ানমার টেকটোনিক প্লেটের ভিতরে আটকাইয়া আছি আমরা। দেশি ও আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ববিদ এবং গবেষকরা ভূ-অভ্যন্তরের গঠন, ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত এবং কম্পিউটার মডেল বিশ্লেষণ করিয়া ইন্দোনেশিয়া ও চীনের পরই বাংলাদেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আশঙ্কা করা হয় যে, বড় ভূমিকম্পগুলি সাধারণত শত বৎসর পরপর একই জায়গায় সংঘটিত হয়। আমাদের এই অঞ্চলে ১৮৯৭ সালে রিখটার স্কেলে ৮ দশমিক ৭ মাত্রার প্রলয়ংকরী ভূকম্পন হয়, যা 'গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থকোয়েক' নামে বিখ্যাত। ঐ ধরনের কোনো দুর্যোগ এক্ষণে সংঘটিত হইলে আমাদের শুধু লাখ লাখ প্রাণহানিই হইবে না, পুরো দেশ হয়তো ইট-সুরকির তলে চাপা পড়িয়া থাকিবে। শত বৎসর পূর্বে ইমারতের বাড়াবাড়ি না থাকায় এবং এই অঞ্চল গ্রামভিত্তিক জনপদ হওয়ায় মহাবিপর্যয় তেমনিভাবে করাল থাবা বসাইতে পারে নাই; কিন্তু এক দশক পূর্বে কোনো ভূমিকম্প ছাড়াই বিল্ডিং কোড যথাযথভাবে না মানায় রানা প্লাজায় যে দুর্যোগ নামিয়া আসিয়াছিল, তাহা আমাদের চোখে আঙুল দিয়া এই সত্যও প্রকাশ করিয়া দেয় যে, বড় ভূকম্পনে শতসহস্র ভবন ধসিয়া পড়িলে উদ্ধারকার্যে আমরা আক্ষরিক অর্থেই অসীম শূন্যে তাকাইয়া থাকা ছাড়া আর কিছু করিতে পারিব না। প্রাণহানি ও অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতিই শুধু নহে, ভূমিকম্পের কারণে পরবর্তীকালে মানসিক স্থিতিশীলতাও নষ্ট হইতে দেখা যায়।

তুরস্ক ও সিরিয়া সীমান্তে সংঘটিত এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য রইল আমাদের অশেষ সমবেদনা। ভূমিকম্পে নিহত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

P-11, Ittefaq, 7 Feb 2023

একুশ শতকের ভয়াবহ সাতটি ভূমিকম্প

এসব ভূমিকম্পের প্রতিটিতে নিহতের সংখ্যা ছিল ২০ হাজারের বেশি

১৯৯৯ সালে সোমবার ভোরের প্রায় কাছাকাছি শক্তিশালী একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল তুরস্কে। ঐ ভূমিকম্পে লন্ডভন্ড হয় ইজমিত ও জনবহুল পূর্বাঞ্চলীয় মারমারা সাগর অঞ্চল। ঐ ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ১৭ হাজার ছাড়িয়েছিল। তুর্কি প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোয়ান সোমবারের ভূমিকম্পকে ১৯৩৯ সালের পর সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্যোগ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ১৯৩৯ সালের ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ছিল ৩২ হাজারের বেশি এবং আহত হয়েছিল লক্ষাধিক। একুশ শতকে এখন পর্যন্ত সাতটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে। এসব ভূমিকম্পের প্রতিটিতে নিহতের সংখ্যা ছিল ২০ হাজারের বেশি। দ্য গার্ডিয়ান

২০০১ সালে ভারতের গুজরাট এবং ২০১১ সালে তহুকু ভূমিকম্প ও সুনামিতে জাপানে নিহতের সংখ্যা ছিল ২০ হাজারের সামান্য বেশি। ২০০৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর ইরানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ২৬ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ২০০০ দশকের মাঝামাঝিতে দুটি বড় ভূমিকম্প হয়। ২০০৫ সালের অক্টোবরে কাশ্মীরের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। আর ২০০৮ সালের মে মাসে চীনের সিচুয়ানে হয় ভূমিকম্প। দুটি ভূমিকম্পে সম্মিলিত প্রাণহানির সংখ্যা ছিল ৮৭ হাজার।

একুশ শতকের সবচেয়ে প্রাণঘাতী দুটি ভূমিকম্পের প্রতিটিতেই নিহতের সংখ্যা ২ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। যদিও নিহতের সংখ্যা একেবারে সঠিক নয়। ২০১০ সালে হাইতির ভূমিকম্পে দ্বীপটি লন্ডভন্ড হয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে নিহতের সংখ্যা ২ লাখ ২০ হাজার।

এ শতকের সবচেয়ে প্রাণঘাতী ভূমিকম্প হয় ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর। ভারত মহাসাগরের এই ভূমিকম্পের পর সুনামি দেখা দেয়। এতে ২ লাখ ২৫ হাজার মানুষের প্রাণহানি হয়। এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল রিখটার স্কেলে ৯ দশমিক ১ থেকে ৯ দশমিক ৩। রেকর্ডকৃত ভূমিকম্পের মধ্যে এটি ছিল তৃতীয় সর্বোচ্চ মাত্রার এবং এর ব্যাপ্তি ছিল আট ও দশ মিনিটের মধ্যে।

...ট শহরে ভূমির খাজনা ...য়ে জটিলতা

...াহজালাল (র.)-এর সময় থেকে সিলেট শহরের ...লাকায় ভূমির খাজনা মওকুফ করা হয়েছে, যা ...বহাল আছে। এ নিয়ে জটিলতা নিরসনে 'কসবে ... নামে একটি আইন পাশ হয়ে গেজেট আকারে ...হয় এরশাদ সরকারের আমলে। বর্তমান সময়ে ...গসহ কিছু কিছু সেবার ক্ষেত্রে ভূমির খাজনা ...র রশিদ বাধ্যতামূলক করায় এসব বিষয়ে সেবা ...ল ৩/৪ প্রজন্মের আগের ক্রয় করা ভূমির খাজনা ...বিশাল অঙ্কের খাজনা পরিশোধের রশিদ সেবা ...ফিস সরকারি চার্জ থেকে অনেক বেশি, তা না ...বা পাওয়া যায় না। এছাড়া কেউ বিপদে পড়ে ...মি বিক্রি করলে তাকে ৩/৪ বা তার বেশি প্রজন্মের ...রিমানাসহ দিতে হয়। এতে জমি বিক্রির টাকার ...র্ধেকের মতো চলে যায়। এধরনের জটিলতা ...হলে জনদুর্ভোগ লাঘব হবে। এ ব্যাপারে দ্রুত ...ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য।

...দ্দিন আহমদ
...র দক্ষিণ পাড়, সিলেট ৩১০০

Ittefaq, 7 Feb 2023

স্মার্ট ভিলেজ ও স্মার্ট সিটি গঠন প্রসঙ্গে

P-8, Ittefaq
26 Feb. 2023

ড. মিহির কুমার রায়

'স্মার্ট ভিলেজ'। দেশের প্রথম 'স্মার্ট ভিলেজ' হিজলী গ্রাম। জেলাশহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে গ্রামটি। ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুণ্ডু উপজেলার কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের বাওড় পাড়ে এই হিজলী গ্রামের অবস্থান। গ্রামের প্রবেশপথে লাগানো হয়েছে সুন্দর একটি বোর্ড যেখানে লেখা আছে—স্বাগতম, স্মার্ট ভিলেজ হিজলী। ৩৩৪টি পরিবার রয়েছে হিজলী গ্রামে, যার মধ্যে ৪৯৩ জন পুরুষ ও ৫১৯ জন নারীর বসবাস। এই গ্রামের ২৩৯ জন পুরুষ এবং ২৬৮ জন নারী লিখতে পড়তে পারেন। যে গ্রামের মাত্র দুই জন নারী ও দুই জন পুরুষ চাকরি করেন। কৃষি কাজই গ্রামের মানুষের মূল পেশা। সব মিলিয়ে বলতে গেলে পিছিয়ে পড়া একটি গ্রাম হিজলী।

হিজলী গ্রাম এখন বাল্য বিবাহমুক্ত, অপরাধমুক্ত, আত্মহত্যামুক্ত, স্বনির্ভর, ডিজিটাল এবং পরিবেশবান্ধব। এখানে করা হয়েছে একটি স্মার্ট বৈঠকখানা, যেখানে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে প্রতি সপ্তাহে এক দিন করে গ্রামবাসীদের সমস্যা শোনা হয় এবং তার সমাধান দেওয়া হয়। নিকট অতীতের তথ্য থেকে জানা যায়, হিজলী গ্রাম এক সময় ছিল সন্ত্রাসীদের আখড়া, বসবাসরত মানুষের সঙ্গে উন্নয়নের স্রোতধারার সম্পৃক্ততা ছিল না। বর্তমান সরকারের ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের ছোঁয়ায় এই ভীতি, কুসংস্কার এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন জনপদ আলোর মুখ দেখছে। এক সময় আত্মহত্যার প্রবণতা, মাদকাসক্ত, স্মার্ট ফোনের যথেচ্ছচার অপপ্রয়োগসহ সুদে কারবারীর মরণফাঁদে পড়ে হাঁপিয়ে ওঠে এখানকার জনজীবন। স্মার্ট ভিলেজ করার পর জীবন যাত্রার মানোন্নয়নসহ আমূল পরিবর্তন ঘটেছে হিজলী গ্রামবাসীর।

সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হিজলী গ্রামটিকে স্মার্ট ভিলেজে বা মডেল করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগকে বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রটোকল তৈরি করেছে, যা অনুসরণ করে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের কাজ চলছে। যার মধ্যে রয়েছে গ্রামটিতে ক্ষুদ্র কুটির হস্তশিল্পের কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে গ্রামবাসীদের বিশেষ করে নারীদের দক্ষতা বাড়ানো এবং অফলাইন-অনলাইন উভয় ক্ষেত্রেই বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ করা, ইন্টারনেট সংযোগ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কানেক্টিভিটি বৃদ্ধিকরণ, চাষযোগ্য জমি, বিশেষ করে বাড়ির আঙিনার অনাবাদি জমিসহ শত ভাগ জমিকে চাষের আওতায় এনে দেশের উৎপাদনশীলতাকে ত্বরান্বিত করা, বাল্য বিয়ে বন্ধ করার মাধ্যমে মাতৃস্বাস্থ্যের কল্যাণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিশ্চিতকরণ। তাছাড়া কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে যুবক শ্রেণির কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা, ঝরে পড়া, অটিস্টিক এবং এতিম বাচ্চাসহ সব শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা, সন্ত্রাস, নেশা এবং মোবাইল আসক্তি থেকে কিশোর-কিশোরীদের দূরে রাখা, ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে সরকারি অফিসসমূহকে সেবাগ্রহীতাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এবং রিনিউবল শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ করে স্মার্ট ভিলেজের ধারণা দেওয়া। এছাড়া এখানকার মানুষকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের স্বাদ দিতে একটি আধুনিক এবং নিজস্বতায় সমৃদ্ধ সমাজ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ স্বপ্নের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের চিন্তা থেকেই এই হিজলী গ্রামকে স্মার্ট ভিলেজ করার উদ্যোগ।

স্মার্ট ভিলেজ করার কারণে এই গ্রামে এখন তিনটি বাড়িতে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। জাপানি দাতা সংস্থা জাইকা প্রকল্পের সহায়তায় পাঁচটি সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন, গ্রামের নামে ফেসবুক গ্রুপ খোলা হয়েছে, গ্রামের ৭০ শতক জমিতে পারিবারিক পুষ্টির বাগান স্থাপন করা হয়েছে, যেখান থেকে নিয়মিত নিরাপদ বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন হচ্ছে এবং ২০টি বাড়িতে রান্নাঘরের আবর্জনা দিয়ে জৈবসার তৈরি করা হচ্ছে। মৃদু প্রতিবন্ধীদের মধ্যে থেকে তিন জনকে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, গ্রামের শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য ৯ জনকে আউটসোর্সিং কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, স্মার্ট ভিলেজ হিজলীতে ইন্টারনেট সুবিধা বাড়ানো হয়েছে, গর্ভবতী মায়েদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে এবং তাদের কাউন্সিলিং করা হচ্ছে এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। গ্রামের ২০২টি টিউবওয়েল আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয়েছে। যুবোন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে হিজলী গ্রামে স্মার্ট যুব ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে, যাতে গ্রামের যুব সমাজ মোবাইল ফোনে আসক্তি কমানো যায়। মাত্র ছয় মাসের প্রচেষ্টায় দেশের প্রত্যন্ত এই হিজলী গ্রাম এখন হয়ে উঠেছে প্রথম সারির স্মার্ট ভিলেজ।

স্থানীয় কৃষি অফিস বলছে, হিজলী গ্রামকে স্মার্ট ভিলেজ করতে গ্রামের প্রায় ৪৫০টি উঠানের অনাবাদী জমির অর্ধেক অংশে পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে, অবশিষ্ট সব জমিও আবাদের আওতায় আসবে এবং বিষমুক্ত সবজি চাষাবাদ করা হবে। স্থানীয় প্রশাসন বলছে, সরকারের সব দপ্তর একসঙ্গে হিজলী গ্রামকে স্মার্ট ভিলেজের মডেল করার জন্য কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ 'আমার গ্রাম, আমার শহর' ধারণাকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া হিজলী গ্রামকে স্মার্ট ভিলেজে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গ্রামটি সার্ভে করা হয়েছে, কোথায় কোথায় সমস্যা সব বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে, ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে সবার জন্য সেবা নিশ্চিত করা হবে এবং সরকারি অফিসের সেবা পৌঁছে যাবে গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায়, এর সঙ্গে থাকবে সামাজিক মূল্যবোধ, নিজস্ব ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। মাত্র ছয় মাসের প্রচেষ্টায় দেশের প্রত্যন্ত এই হিজলী গ্রাম এখন হয়ে উঠেছে প্রথম সারির স্মার্ট ভিলেজ।

শুধু স্মার্ট ভিলেজ নয়, স্মার্ট সিটি গঠনেরও কাজ চলছে। আমরা জানি, এরই মধ্যে সরকার স্মার্ট সিটি বাস্তবায়নে ২ হাজার ২১০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে স্থানীয় সরকার বিভাগ। এতে বৈদেশিক ঋণ মিলবে ১ হাজার ৮৮২ কোটি টাকার, ২০২৭ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের ৩২টি পৌরসভার সাড়ে ৩২ লাখ মানুষের জীবনমান বদলে যাবে, আর এসব পৌরসভার সক্ষমতা আরও বাড়বে। প্রাথমিকভাবে ৩২টি পৌরসভা এবং দ্বিতীয় ধাপে ৫৩ পৌরসভা ও আটটি সিটি করপোরেশনে এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হবে, পর্যায়ক্রমে দেশের সব পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনকেই এই প্রকল্পের অধীনে নেওয়া হবে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হলে নাগরিকদের উন্নত জীবনমান নিশ্চিতের পাশাপাশি স্মার্ট পৌরসভার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে, আধুনিক ১৭৫টি ট্রাক ক্রয়, বর্জ্য পরিবহনে ২৭০টি ভ্যান ও ৮১০টি ট্রলি যুক্ত হবে, তিন ধরনের শৌচাগার নির্মাণ করা হবে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক ছাড়াও কমিউনিটি কেন্দ্রিক শৌচাগারও নির্মাণ করা হবে, কমিউনিটি পর্যায়ে প্রায় ১ হাজার ৪০০ টয়লেট নির্মাণ করা হবে, আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এ সংখ্যা ১২ হাজারের বেশি, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ৩০টি পরিশোধনাগার নির্মাণ করা হবে, যার মাধ্যমে বর্জ্য থেকে উৎপাদিত হবে বিদ্যুৎ ও সার। বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ সার্বিকভাবে ৩২ ধরনের প্রযুক্তি যুক্ত করা হবে, ১০০ কিলোমিটার পাইপ লাইন ও ৩৪৭ কিলোমিটার ড্রেন তৈরি করা হবে, আর পানি সরবরাহের জন্য ৩০টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে।

এই প্রকল্পটি গ্রহণের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, নগরায়ণের দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বাংলাদেশ। নগর-গ্রাম-শহরে বাস করা বিশাল এ জনসংখ্যার নিরাপদ নাগরিকসেবা এখনো কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছানো যায়নি। খাবারের পানিতে এখনো লবণ রয়েছে। কিন্তু এসডিজি বাস্তবায়নে সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, এখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩১ শতাংশ মানুষ নগরে বাস করে, যার মধ্যে বস্তিবাসী সাড়ে ৩ শতাংশ। এখানে উল্লেখ্য যে, স্মার্ট সিটির ধারণা নিয়ে ইউরোপের দেশগুলো তাদের শহরের ব্যবস্থাপনা সাজিয়েছে, সেখানে অবকাঠামো, পানি সরবরাহ, পয়োনিষ্কাশনসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, উন্নত ধ্যান-ধারণা যুক্ত হওয়ায় এটি একটি ব্যাপক কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশেও এটার প্রয়োগ সম্ভব। সেক্ষেত্রে শহরগুলোর সক্ষমতা ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিতে বলেন এই নগর পরিকল্পনাবিদ। তবে দক্ষ জনবল বা স্মার্ট পিপল ছাড়া শুধু প্রকল্পের মাধ্যমে সফলতা আসবে না। এছাড়া সরকারের স্মার্ট বাংলদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে, যদি সরকারের ধারাবাহিকতা থাকে।

● লেখক : অধ্যাপক (অর্থনীতি), ডিন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ও সিন্ডিকেট সদস্য, সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

P-8, Ittefaq, 12 March 2023

ভূমিকম্প মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি

এ এইচ এম ফিরোজ আলী

ভূমিকম্প প্রকৃতির শক্তিশালী ও ভয়াবহ এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মানবসভ্যতা ধ্বংসকারী নিষ্ঠুরতম প্রকৃতির প্রতিশোধের রূপ 'ভূমিকম্প'। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হলেও মাটির নিচের এই দুর্যোগে মানুষের কোনো হাত নেই। শুধু রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা পরিমাপ করা যায়। এই যন্ত্রের নাম সিসমোগ্রাফ। একটি স্প্রিংয়ে ভারী বস্তুর সঙ্গে গ্রাফ অঙ্কন-কলম ও পেপার ড্রামযুক্ত থাকলে যখন ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, তখন মাত্রানুযায়ী গ্রাফ তৈরি হয় এবং সেটা দেখে মাত্রা বোঝা যায়। এই গ্রাফের একক প্রকাশ রিখটার স্কেল। ভূমিকম্পন দেখা যায় না, তবে অনুভব করা যায়।

পৃথিবীর বহু ধ্বংসলীলার কারণ ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের কারণে সুনামি-জলোচ্ছ্বাস-সাইক্লোন, নদী প্লাবন, ভূমিধস, ফাটল-ভরাট ও গর্তের সৃষ্টি করে জীবন ও সম্পদ নষ্ট করে। ভূকম্পন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলায় পৃথিবীতে দেড় কোটিরও বেশি মানুষের মৃত্যুর রেকর্ড আছে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ করছেন, যেখানে নবীন পর্বতমালা, সেখানে শিলাচ্যুতি হলে আকস্মিক ভূ-আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ভূ-আলোড়নের ফলে শিলা ধসে পড়লে বা শিলাচ্যুতি ঘটলে কিংবা পাশাপাশি দুটি প্লেটের একটি অপরটির সীমানার তলদেশে ঢুকে পড়লে কিংবা আনুভূমিকভাবে আগে-পিছে সরে গেলে এ ধরনের সংঘাতপূর্ণ পরিবেশে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। প্লেটসমূহের সংঘর্ষে ভূত্বকে ফাটলের সৃষ্টি হলে ভূমিকম্প ঘটায়। ভূত্বকের দুটি স্তরের সংযোগস্থলকে ফল্ট বলে। পৃথিবীর অনেকগুলো ব্লকে একাধিক ট্যাকটোনিক নেট থাকায় ট্যাকটোনিক প্লেট একটির সঙ্গে অন্যটির ঘর্ষণের কারণে একটি প্লেট অন্য প্লেট থেকে স্লিপ করলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে তুরস্ক ও সিরিয়ায় ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু এবং দালান, ঘরবাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। মানবসভ্যতা ধ্বংসের এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশ উদ্ধারকাজ ও মানবিক সহায়তায় যোগ দেয়। এই ভূমিকম্পের ধ্বংস দেখে বিশ্ববিবেক সতর্ক ও চমকে উঠেছে। বিশ্বের ইতিহাসে বহু বার বহু ভূমিকম্পে লাখ লাখ মানুষ নির্মমভাবে প্রাণ দিয়েছে।

বাংলাদেশের অবস্থান ভৌগোলিক কারণে ইন্ডিয়ান ও ইউরোপিয়ান প্লেটের সীমানায় হওয়ায় ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৮৯৭ সালে ডাউকি ফল্টে ৮.৪ এবং ১৮৮৫ সালে মধুপুর ফ্লটে ৭ মাত্রার এবং ১৭৬২ সালে সীতাকুণ্ডের মিয়ানমার ফল্টে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এসব ফল্টে গড়ে ১০০ বছর আগে বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। প্রায় ৪০০ বছর আগে আসাম-সিলেট ফল্টে শক্তিশালী এক ভূমিকম্প হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রজার বিলহাম ও একটি গবেষণা দল তাদের গবেষণায় বলেছিল, সিকিম, ভুটান, আসাম, নাগাল্যান্ড ও সিলেট লাইনে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকাসহ দেশের ৮০ ভাগ ভবন ধ্বংস হয়ে যাবে। ১৯৮৯ সালে ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার কসমোটিয়াম বলেছিলেন, সিলেট-চট্টগ্রাম-বান্দরবন-ময়মনসিংহ-রংপুর প্রলয়ংকরী বলয়ে এবং ঢাকা-টাঙ্গাইল-বগুড়া-দিনাজপুর-কুমিল্লা-রাঙ্গামাটি বিপজ্জনক বলয়ে অবস্থান করছে। ১৮৯৭ সালে ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্র নদের গতি পরিবর্তন হয়েছিল। ১৯৪১ সালে আন্দামান সাগরে ভূমিকম্পে সৃষ্ট সুনামিতে ভারতের পূর্ব উপকূলে ৫ হাজারেরও বেশি লোকের প্রাণহানি ঘটে। দেশের সীমান্তবর্তী প্লেট বাউন্ডরি বিচ্যুতি এবং দেশের ভেতর ডাউকি ও মধুপুর চ্যুতি বিপজ্জনক স্থানে অবস্থান করছে। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, প্রতি ১০০ বছর পরপর প্রকৃতির নিয়মেই ভূমিকম্প হয়। এ দেশে ১৮২২ সালের পর ১৯১৮ সালে মধুপুর ফল্টে বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে শ্রীমঙ্গলে আঘাত হানে। বিবিসি ভূমিকম্পের এক পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বলেছে, বিল্ডিং কোড না মানা এবং দুর্নীতির কারণে তুরস্কে ৬০ লাখ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ধরনের কম্পন বাংলাদেশে হলে উদ্ধারকাজ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। ২০০৯ সালে জাইকার এক জরিপে বলা হয়েছিল, ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকায় ৭২ হাজার ভবন ধসে পড়বে এবং ৩৫ হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হলে ৭ কোটি টন কংক্রিটের স্তূপে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হবে। সরকার বলছে, ২০১৯ সালে উদ্ধারকাজের জন্য ২২০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে এবং ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং প্রয়োজনীয় সেচ্ছাসেবী প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

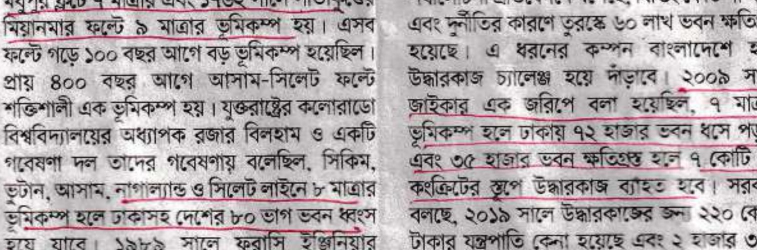

প্রায় এক দশক আগে জাপান ও শ্রীলংকার গবেষণা দল সিলেট শহর জরিপ করে বলেছিল, ৫ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ৭০-৮০ শতাংশ ভবন ধসে পড়বে এবং ৭-৮ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ৮ লাখ লোকের প্রাণহানি পরিবেশ বিপর্যয় এবং গ্যাসফিল্ডের ৯ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। শ্রীলঙ্কার অধ্যাপক আরঙ্গা পোলাও এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. জহির বিন আলমসহ সাত জনের গবেষণা দল বলেছে, সিলেট ঝুঁকিতে থাকলেও উদ্ধারকাজ পরিচালনায় কোনো যন্ত্রপাতি নেই। ৩৮টি উপজেলার ১৪টিতে ফায়ার স্টেশন নেই। জহির বিন আলমের মতে, টেকনোকেট প্লেট সিলেটে অবস্থানরত ক্রমেই পূর্বদিকে সরে যাচ্ছে এবং ১০০ বছরে ১ মিটার সরে যায়। ডাউকি ফল্টে ৬-৭ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়াবে এবং ৮ মাত্রার হলে এই অঞ্চল জনশূন্য হয়ে যাবে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৮ সালে এক জরিপে বলেছে, সিলেটে ১ লাখ ভবনের ৭৫ ভাগেই ছয়তলার ওপরে এবং বিল্ডিং কোড না মেনেই তৈরি করা হয়েছে।

ছোট ছোট ভূমিকম্প বড় ভূকম্পনের লক্ষণ। ইদানীং সিলেট-ছাতক, খুলনাসহ কয়েক দফা মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে। ভূমিকম্পের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ভূমিকম্পের আঘাতের চেয়ে উঁচু ভবন থেকে নামার সময় তাড়াহুড়া করে অনেক বেশি প্রাণহানী ঘটে এবং রড-সিমেন্ট উৎপাদনে অনেক ভেজাল থাকায় মেয়াদোত্তীর্ণের আগেই ভবন খসে পড়ে। ভূমিকম্প রোধ করা মানুষের অসাধ্য। তবে সরকারের পাশাপাশি দেশের মানুষ সতর্ক ও সচেতন হলে ভয়াবহ প্রকৃতির এই তাণ্ডব থেকে প্রাণ রক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব।

আমাদের দেশে বিল্ডিং কোড না মেনে বড় বড় ভবন নির্মিত হচ্ছে। ভেজাল রড-সিমেন্টের কারণে মেয়াদোত্তীর্ণের আগেই অনেক ভবন খসে পড়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ভূমিকম্প প্রতিরোধ বা বন্ধ করার সুযোগ নেই, তবে সচেতনতা ও সতর্কতার মাধ্যমে ক্ষয় ক্ষতি এড়ানো সম্ভব। ভূমিকম্প থেকে রক্ষায় সুপারিশগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে—১. দেশের সব হাসপাতাল, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রস্তুত রাখা; ২. দেশের সব রড, সিমেন্ট কোম্পানিগুলোতে নির্ভেজাল পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা; ৩. পুরাতন জরাজীর্ণ ভবন, ছাদের ঢালাই ইট খসে পড়া, ইটের তৈরি ফাউন্ডেশনের ভবনে বসবাস না করা; ৪. প্রতিটি নতুন ভবন তৈরিতে বিল্ডিং কোড মেনে চলা; ৫. নামার সিঁড়ি বড় করে রাখতে হবে; ৬. পাকা ও আধা পাকা কাঁচা ঘরের ছাদে ভারী জিনিস না রাখা এবং বাড়ির আঙিনায় প্রয়োজনীয় খোলা জায়গা রাখা; ৭. সকল স্তরের জনপ্রতিনিধি স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় গ্রামে শহরে স্বেচ্ছাসেবী প্রস্তুত রাখা এবং ভূমিকম্পের সতর্কতা ও সচেতনতার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া। শহর এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ দালান চিহ্নিত করে লোকজন বসবাসে নিষেধাজ্ঞা জারি করা। সর্বাবস্থায় ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে হলে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে।

● লেখক : কলামিস্ট ও সমাজ বিশ্লেষক

গ্রামীণ অঞ্চলে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

P-8, Ittefaq, 13 March 2023

কবির উদ্দিন

৮

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশ। অসংখ্য প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং মানবোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। একই সঙ্গে সাম্প্রতিক দশকে বাংলাদেশ সড়ক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, দেশে ৩ লাখ ৫৪ হাজার ৮৯১ কিলোমিটার সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে। ইদানীং বাংলাদেশ সরকার দেশের সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রশংসনীয় বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে নতুন মহাসড়ক নির্মাণ এবং বিদ্যমান মহাসড়কগুলোর প্রশস্তকরণ ও মানোন্নয়ন। অনেক মসৃণ মালটি লেন এক্সপ্রেসওয়ে বাংলাদেশে কোনো অবাকের বিষয় নয়। এই সড়ক উন্নয়ন দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ব্যাপক অভিগম্যতা বৃদ্ধি করেছে।

কিন্তু সরকার মালটি লেন চওড়া রাস্তা, রাজধানী ও বিভাগীয় শহর পরিকল্পনার ওপর অধিক গুরুত্ব দিলেও, বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার গ্রামীণ পরিকল্পনার ব্যাপারটা ততই সরকারের নজরের বাইরে থেকে যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এ তথ্য জানা যায় যে, ২০০৯ থেকে ২০১৮ অর্থবছর বেশ কিছু পৌরসভার শ্রেণি উন্নীতকরণের মাধ্যমে সেবার মান ও কাজের মান উন্নত হয়েছে। এমনকি ২৩৮টি পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এখন পর্যন্ত মাস্টারপ্ল্যানের বাস্তবায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ করা যায় না। প্রতিটি পৌরসভায় বাড়ি নির্মাণের প্রবণতা দেখলে ধারণা করা যায়, এলোমেলোভাবে বাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে, নাগরিক সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা ও খেলার মাঠ পৌরসভার কোনোটিতে নেই। তেমনি পৌরসভার বাইরে গ্রামীণ এলাকার জন্য পরিকল্পনা উল্লেখ না করলেই চলে।

যেহেতু এখন পর্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা নেই, সে কারণে নিজস্ব জমি থাকলে মানুষ যে কোনো স্থানে বাড়ি নির্মাণ করতে পারে। গ্রামের মানুষের একটি বিশেষ অভ্যাস হলো উর্বর কৃষিজমিতে বাড়ি নির্মাণের প্রবণতা, একটি পরিবারে দুটি ছেলে থাকলে দুটি বাড়ি নির্মাণ করে জমি নষ্ট করার প্রত্যয়। যার ফলে প্রতিদিন অনেক উর্বর জমি কমে যাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, নিম্ন প্লাবনভূমি বা খাল-বিলের পানিপ্রবাহের স্থানে বাড়ি নির্মাণের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় এলোমেলোভাবে বাড়িঘর নির্মাণের কারণে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনগুলো গ্রামের বাস্তুতন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলছে, স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করছে। স্বাভাবিকভাবেই গ্রামের ভূমি দিনদিন দুষ্প্রাপ্য সম্পদে পরিণত হচ্ছে। খাদ্যোৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য কৃষিজমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং কৃষিজমি সংরক্ষণের পরিকল্পনা জরুরি। কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত জমি অত্যন্ত সীমিত সম্পদ, যা সহজে তৈরি বা প্রতিস্থাপন করা যায় না। একবার অন্য ব্যবহারে রূপান্তরিত হলে, কৃষি ও বনভূমিকে একটি উৎপাদনশীল পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন।

গ্রামে এলোমেলো বাড়ি নির্মাণের পাশাপাশি, দোকানপাটও গড়ে তোলা হচ্ছে কোনো প্রকার পরিকল্পনার নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করেই। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামের বাজারগুলোতে কোনো ফাঁকা জায়গা না রেখেই রাস্তার দুই পাশে ঘিঞ্জি ও লম্বা সারি সারি দোকান নির্মাণ করা হচ্ছে। রাস্তার দুই পাশ দিয়ে দীর্ঘ পাকা প্রাচীর নির্মাণের ফলে বেশির ভাগ সময় রাস্তার ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়, রাস্তার ওপর পানি জমে ও সাময়িক জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এর ফলে বিটুমিনাসের রাস্তাগুলো দ্রুত ভেঙে যায়। অনিয়ন্ত্রিত এবং অপরিকল্পিত, গ্রামীণ

এলাকার অনিয়ন্ত্রিত বাড়িঘর, দোকানপাট নির্মাণের ফলে পরিবেশগত বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে, রাস্তার দুই পাশে দোকানঘেরা থাকায় বৃষ্টির পানি নিষ্কাশিত হতে পারে না। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিক্ষিপ্ত স্থানে ঘরবাড়ি নির্মাণ করার জন্য রাস্তা বা বিদ্যুৎসংযোগ দেওয়াও অনেক কঠিন ও ব্যয়বহুল। দেশের অনেক গ্রামেই দেখা যায় স্থায়ী খেলার মাঠ না থাকায় অনেক বাচ্চাদের ধানখেত বা সাময়িক পতিত জমিতে খেলাধুলা করতে হয়। এসব কারণে, গ্রামীণ এলাকার জন্য পারিসরিক ডিটেল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পারিসরিক ডিটেল ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা হলো একটি এলাকার প্রয়োজন ও ভূপ্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে একটি সমন্বিত বিস্তারিত উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও নির্দেশনা প্রদান। যে কোনো পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য অংশ হলো মানুষের সমান নাগরিক সুযোগ ও সুবিধা নিশ্চিত করা। পারিসরিক ডিটেল ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনা সাধারণত সামাজিক এবং পরিবেশগত উন্নয়নের পাশাপাশি, অবকাঠামোগত বিন্যাস ও স্থানভেদে ভূমিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য করা হয়। বেশির ভাগ সময় পরিকল্পনা সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়ন করা হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনার সময় একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে একটি এলাকাকে উপ-অঞ্চল বা বিষয়ভিত্তিক উন্নয়ন এলাকায় ভাগ করে, যা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সব ধরনের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা এবং এমনকি বাড়ি নির্মাণের তদারকির জন্য গৃহীত হয়। জোন করা বিষয়ভিত্তিক উন্নয়নের এলাকাগুলো আইনের ভিত্তি প্রদান করে এবং সুশৃঙ্খল উন্নয়নের জন্য জমির সুনির্দিষ্ট ব্যবহার সংজ্ঞায়িত করে পরিবেশ রক্ষা করে, জীবিকার উন্নয়ন নিশ্চিত করে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করে, সামাজিক সংহতি বজায় রাখে এবং অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারের ভারসাম্য বজায় রাখে।

ডিটেল ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনার প্রারম্ভিক ধাপ হলো ভূমিকে সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য শ্রেণিবিভাগ করা। তারপর, বিশেষজ্ঞ ও বাসিন্দাদের সম্মতিভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভূমি ব্যবহার নির্ধারণ করা। উদাহরণস্বরূপ, ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনাকারীদের সহায়তায়, স্থানীয় লোকেরা নির্ধারণ করতে পারে যে গ্রামের কোথায় আবাসিক এলাকা নির্মাণ করা হবে, কোথায় গ্রামের বাজার ও বিদ্যালয় বা গ্রামের কত ভাগ রাস্তার জন্য রাখা উচিত। দেশের গ্রামীণ অঞ্চলের জন্য ডিটেল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রক্রিয়া অবশ্যই টেকসই উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি পুনরাবৃত্তিমূলক এবং চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হতে হবে। এই ধরনের পরিকল্পনা সুন্দরভাবে প্রণয়নের জন্য দূর অনুধাবন ও ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। দূর অনুধাবন ও ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অতীতে ভূমির অবস্থা কেমন ছিল, বর্তমানে কেমন অবস্থায় আছে এবং ভবিষ্যতের ভূমি ব্যবহারের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে; বিকল্প পরিস্থিতি; ঝুঁকি নিরূপণ এ সহায়তা করবে।

তবে তাড়াহুড়া করে দেশের সব অঞ্চলকে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নির্বাচন না করে, বা কোনো কারণে সব জেলাতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব না হলে কয়েকটি ইউনিয়ন বা উপজেলাকে মডেল প্ল্যানিং স্থান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। মডেল ডিটেল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা থেকে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ে দেশের অন্যান্য অংশে পরিকল্পনা প্রণয়নে দারুণ সহায়ক হতে পারে। এটি দেশের গ্রামীণ অঞ্চলের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পদ্ধতির নির্দেশনা দিতে পারে, যাতে কৃষিজমির ন্যূনতম ক্ষতি না করে ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আগামী প্রজন্মের জন্য বসবাসকারী সম্প্রদায়গুলোর জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়। সবশেষে আমাদের গ্রামীণ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে—যদি আমরা এর জন্য ভালো গ্রামীণ অঞ্চলের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারি। দেশের সব উর্বর কৃষি জমিকে অপরিকল্পিত আবাসিক এলাকায় পরিণত করা থেকে বিরত রাখতে পারি।

● **লেখক : ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, ইসিমোড, নেপাল**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

P-5
Ittefaq
14 June 2023

নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ'র কার্যালয়
সড়ক বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
☎: ৫৯৬৩২
ই-মেইল- eebra@rhd.gov.bd

স্মারক নং-৩৫.০১.১২১৩.৪০৬.১৮.২৫৯.২১.১০০৪ তারিখ ঃ ০৮.০৬.২০২৩

"গণবিজ্ঞপ্তি"

এতদ্বারা সর্বসাধারণ, সংশ্লিষ্ট দপ্তর, সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, The Highways Acts, 1925 (Bengal Act, III of 1925) এর Section-4 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক প্রণীত মহাসড়ক (নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০১-এর বিধি ৮(ক), (খ), (গ) অনুযায়ী:

মহাসড়কের ক্ষতিকর ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ-(১) কোন ব্যক্তি, অধিদপ্তরের লিখিত অনুমতি ব্যতীত-

(ক) মহাসড়ক-এর অন্তর্ভুক্ত ঢাল (Slope), Berm, Borrow-pit এর কোন অংশ দখল বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(খ) মহাসড়কের কোন অংশের উপরের বা নিচে বা পরবর্তী ১০ (দশ) মিটারের মধ্যে কোন নির্মাণ কার্য বা কোন কিছু স্থাপন বা বিদ্যমান স্থাপনার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, মাটি খনন বা ভরাট কার্য বা কোন বৃক্ষরোপণ বা চাষাবাদ করিতে পারিবেন না।

(গ) মহাসড়কের উপর কোন পণ্য সামগ্রী বা মালামাল জমা রাখিতে পারিবেন না।

উপরোক্ত বিধির লঙ্ঘন দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হইবে।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কাম্য।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

Nizam 08/06/2023

(মীর নিজাম উদ্দিন আহমেদ)
পরিচিতি নং-৬০২১৫৬
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

স-১৩২৯ (১০×৩)

সিলেট : বৃষ্টির পর পানিতে ডুবে আছে ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রবেশপথ —ইত্তেফাক

P-7, Ittefaq
15 June 2023

ভারী বৃষ্টিতে সিলেট নগরে জলাবদ্ধতা

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধূরী, সিলেট অফিস

দীর্ঘ দাবদাহের পর সিলেট বৃষ্টিস্নাত হয়েছে। জনজীবনে স্বস্তিও এসছে। তবে বিভাগীয় নগরী সিলেটে ভয়াবহ জলবদ্ধতায় নগর জীবনে চরম বিড়ম্বনা দেখা দেয়। সড়ক উপচে ময়লা ড্রেনের পানি ঢুকেছে মানুষের বাসাবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে। মৌসুমের এক দিনের ভারী বৃষ্টিতেই নগরবাসী পড়েছেন চরম ভোগান্তিতে। আষাঢ় মাস শুরুর আগেই এমন অবস্থায় নগরবাসীকে দুর্ভাবনায় ফেলেছে।

সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তরা বলেছেন, অনেক স্থানে উন্নয়ন কাজ চলছে। তাই পানি আটকে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে নগরের অনেকেই বলছেন, 'উন্নয়ন কাজ হচ্ছে, ভালো কথা। কিন্তু ভরা বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি দ্রুত নামার ব্যবস্থা না রাখাটাই অদূরদর্শীতা। এর ফলে নগরবাসী চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী নূর আজিজুর রহমান জানান, বেশি পরিমাণ বৃষ্টির কারণে ড্রেন দিয়ে পানি নামতে সময় লাগছে। সিটি করপোরেশনের টিম কাজ করছে। কোথাও ময়লা-আবর্জনার জন্য পানি আটকে গেলে তা পরিষ্কার করে দেয়া হচ্ছে।

সিলেট আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ শাহ মোহাম্মদ সজিব হোসেন বলেন, বুধবার মধ্যরাতে ও সকালে সিলেটে বৃষ্টি হয়। সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ৪৬ দশমিক ৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এটা স্বাভাবিত বৃষ্টিপাত। আজও সারাদিন থেমে থেমে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, বুধবার ভোররাতের টানা কয়েক ঘন্টার ভারী বর্ষণে জলমগ্ন হয় নগরীর বিভিন্ন এলাকা। সিলেট সিটি করপোরেশনের বর্ধিত এলাকা সিলেট-বাদাঘাট সড়কসংলগ্ন মইয়ারচর, জালালাবাদসহ বিভিন্ন এলাকায় ভয়াবহ জলাব্ধতার দরুণ সেই এলাকার মানুষ দুপুরে মানববন্ধন করেছে। এলাকাবাসী জানান, সওজ-এর এই সিলেট-বাদাঘাট সড়কটি বিমানবন্দর বাইপাস সড়ক। সড়কের দুই পাশের খাল ভরাট। সেখানে সড়ক বর্ধিত করার কাজ চলছে। ফলে ঐ এলাকার পানি নামতে পারছে না। ফলে বিভিন্ন এলাকায় ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। স্থানে স্থানে জলজটে যানবাহন আটকা পড়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা। সিলেট সুনামগঞ্জ সড়কের পাঠানটুলা সড়কে এক পাশ পাকা করার কাজ চলছে। অন্য পাশের নিচু সড়কে পানি জমেছে হাটু পরিমাণ। সেই পানিতেই যাওয়া আসা করছে যানবাহনগুলো। এমন ভোগান্তির দৃশ্য চোখে পড়ে বিকাল সাড় ৩টা পর্যন্ত। নগরীর হাওয়াপাড়া মসজিদে পানি ঢুকে পড়ায় জোহরের নামাজ অনুষ্ঠিত হয় দোতলায়।

অন্যদিকে নগরের ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই, মদিনামার্কেট, আখালিয়া, সুবিদবাজার, জালালাবাদ, হযরত শাহজালাল (র.) মাজার এলাকার পায়রা আবসিক এলাকা, রাজারগল্লি, বারুতখানা, হাওয়াপাড়া, যতরপুর, ছড়ারপাড়, তালতলাসহ বেশ কিছু এলাকার সড়ক তলিয়ে যায়। এসব এলাকায় সড়কে হাঁটুপানি লেগে থাকে বিকাল পর্যন্ত। সড়ক উপচে ড্রেনের ময়লা পানি ঢুকে পড়ে বাসাবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। নগরের জালালাবাদ এলাকার একজন বাসিন্দা বলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি বাসার সামনে পানি আর পানি। ঘরের কিছু অংশেও পানি ঢুকেছে। জিনিসপত্র নিয়ে টানাটানি করতে হয়। সকালে শিক্ষার্থী, কর্মজীবী ও পেশাজীবী মানুষের কর্মস্থলে যেতে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে।

সিলেট : ইশতেহার পাঠ করছেন আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী —ইত্তেফাক

P-15, Ittefaq, 18 June 2023

আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা

সিলেটে বিএনপির ভোট টানার চেষ্টায় আওয়ামী লীগ ও জাপা

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস

২১ জুন সিলেট সিটি করপোরেশনের নির্বাচন। নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রার্থীদের ব্যস্ততা ততই বাড়ছে। প্রবল বৃষ্টি ও জলাবদ্ধতা ডিঙিয়ে মেয়র পদপ্রার্থীরা নগরের আনাচে-কানাচে ও ওয়ার্ড কাউন্সিলররা নিজ ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর দিচ্ছেন প্রতিশ্রুতি। সবার এক কথা : নির্বাচিত হলে সিলেটকে 'তিলোত্তমা নগরী'তে পরিণত করবেন।

সিসিক নির্বাচনে সাত জন মেয়র পদপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রচার-প্রচারণায় এগিয়ে আছেন আওয়ামী লীগের মেয়র পদপ্রার্থী মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। জাপার প্রার্থী নজরুল ইসলাম বাবুল প্রাণপণ চেষ্টায় আছেন বিজয় ছিনিয়ে নিতে। তবে কারো পক্ষেই সেই জোয়ার ওঠেনি এখনো। আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পক্ষে প্রচরণা থাকলেও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা অতীতের অভিজ্ঞতার কারণে দুশ্চিন্তামুক্ত নন।

তবে সিলেট নগরীর ভোটাররা এখনো অনেকটাই নীরব। তারা বর্তমান মেয়র বিএনপির নেতা আরিফুল হক চৌধুরী নির্বাচনে না আসায় বর্তমান সিসিক নির্বাচনকে অন্যরকমভাবে দেখছেন। তাই আরিফ সমর্থকেরা শেষ পর্যন্ত কী করবেন বলা যাচ্ছে না। তবে আনোয়ার ও নজরুল দুজনই আরিফ সমর্থকদের ভোট টানার চেষ্টায় আছেন। চেষ্টায় আছেন সিসিকের নতুন অন্তর্ভুক্ত ১৫টি ওয়ার্ডের ভোটারদের টানতে। এদিকে সিলেটে যে হারে বৃষ্টি নেমেছে, তাতে বন্যার আশঙ্কাও রয়েছে। তাতে ভোটের দিন লোকজন ভোট দিতে যাবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় ভূমিকম্প অনুভূত উৎপত্তিস্থল সিলেট

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

P-15, Ittefaq 17 June 2023

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গতকাল শুক্রবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বেলা পৌনে ১১টার দিকে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয় বলে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ৪ দশমিক ৫। আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ফারজানা সুলতানা বলেন, মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠে দেশের উত্তর-পূর্বের সিলেট অঞ্চল, যা অনুভূত হয়েছে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা থেকে। গতকাল সকাল ১০টা ৪৬ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর উৎপত্তিস্থল সিলেটের গোলাপগঞ্জ। যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল সিলেট শহর থেকে ২৩ দশমিক ৮ কিলোমটার দক্ষিণ-পূর্বে, মৌলভীবাজার থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, ভারতের আসামের করিমগঞ্জ থেকে ৩৪ দশমিক ৩ কিলোমিটার পশ্চিম দক্ষিণ-পশ্চিমে। উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি।

সিলেট অফিস জানায়, সিলেটে বড় ধরনের ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। প্রায় ১৫ সেকেন্ড স্থায়ী এ ভূমিকম্পে এ সময় ভূমিকম্পে বাড়িঘর কেঁপে ওঠে। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টা ৪৬ মিনিটে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। সিলেট ছাড়াও মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ থেকে ভূকম্পন অনুভূত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সিলেট আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ শাহ মোহাম্মদ সজিব হোসেন বলেন, বেলা ১০টা ৪৬ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর উৎপত্তিস্থল সিলেটের গোলাপগঞ্জ। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৫। এদিকে সকালে সিলেটে অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে এ ভূমিকম্প যখন অনুভূত তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। সব শেষ খরব পাওয়া অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। নগরীর রুহেল আহমদ নামের জিন্দাবাজারের এক বাসিন্দা জানান, ভূমিকম্প হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুরো পাঁচতলা ভবন কেঁপে ওঠে। অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ এই ভূমিকম্প বেশ ভয় ধরিয়ে দেয়। এর আগে গত ৫ মে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সেদিন সকাল ৫টা ৫৭ মিনিটে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৩।

এ সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়, এটা বারবার প্রমাণ হয়েছে

------ জি এম কাদের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন, বর্তমান সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। এটি বারবার প্রমাণ হয়েছে। যে কয়টি সিটি করপোরেশন নির্বাচন হয়েছে, সাধারণ মানুষের ধারণা কোনোটিই সঠিকভাবে হয়নি। ইচ্ছাকৃতভাবে ইভিএম ব্যবহারে নির্বাচনের স্বচ্ছতা নষ্ট করা হচ্ছে। তিনি গতকাল শনিবার তার বনানীর কার্যালয় মিলনায়তনে জাতীয় সাংস্কৃতিক পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

জি এম কাদের বলেন, অনেকে অভিযোগ করেছে ইভিএমে কারচুপি করা হচ্ছে, বাইর থেকে লোক এনে বুথের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন এজেন্সির লোকদের ব্যবহার করে নির্বাচনে মানুষের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করা হচ্ছে। সরকারি দলের লোকজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থকদের পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

P-16
Ittefaq
20 June 2023

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

রাজউক ভবন, ঢাকা
www.rajuk.gov.bd

গণশুনানীর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর সেবা প্রত্যাশীগণের অভিযোগ ও সমস্যাবলী নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতি মাসের প্রথম এবং তৃতীয় সোমবার সকাল-১০.০০টায় রাজউক সভাকক্ষে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হবে। অনলাইন (www.rajuk.gov.bd অথবা http://hearing.rajuk.gov.bd) এবং সরাসরি রাজউক চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করে গণশুনানীতে অংশগ্রহণ করা যাবে। গণশুনানীর আবেদনে সুস্পষ্টভাবে বিষয়বস্তু (প্রমাণকসহ), নাম, ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। আবেদনের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি অবশ্যই দাখিল করতে হবে। আবেদনকারীগণকে গণশুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য পর্যায়ক্রমে এস.এম.এস এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে। তবে শুধুমাত্র সেবা প্রত্যাশীগণ (আবেদনকারী অথবা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি) গণশুনানীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

শামীমা মোমেন
পরিচালক
(বোর্ড, জনসংযোগ ও প্রোটোকল)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
ফোন-০২২২৩৩৫৮৬৬০,
ইমেইল-dirbpp@rajukdhaka.gov.bd

শহরমুখী প্রবণতা বন্ধে গ্রামের উন্নয়ন প্রয়োজন

P-9, Ittefaq, 11 July 2023

হৃদি সরকার

নগরে যেন তিলধারণের ঠাঁই নেই! তার পরও উন্নত জীবনের আশায় প্রতিদিনই গ্রাম থেকে শহরের দিকে ছুটছে মানুষ। শহরে এলেই কর্মসংস্থান হবে, রয়েছে উন্নত নাগরিক সেবা, বাড়বে জীবনযাত্রার মান—এই ধারণা নিয়েই মানুষ হচ্ছে শহরমুখী। অন্যদিকে গ্রামে দিনমজুরের অভাব প্রকট রূপ ধারণ করছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১৪ সালে গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষ প্রতি হাজারে ২৮ দশমিক ২ জন। ২০১৮ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩০ দশমিক ৬ জন। এইভাবে শহরমুখী প্রবণতা বাড়তে থাকায় শহরে সৃষ্টি হয়েছে এক অসহনীয় পরিস্থিতি। সরকারের সেবা খাত, যেমন—পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ এই সেবাগুলোও ব্যাহত হচ্ছে, গড়ে উঠছে অবৈধ স্থাপনা, অপরিকল্পিত কলকারখানা, বাড়ছে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুনসহ নানা রকম অসামাজিক কাজকর্ম, গড়ে উঠছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বস্তি, দূষিত হচ্ছে পরিবেশ, সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন রোগ, বাড়ছে যানজট, নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান সময়।

এত এত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও মানুষ শহরমুখী হচ্ছে । কারণ গ্রামে কর্মসংস্থানের অভাব এবং উন্নতসেবার অভাব। এই শহরমুখী প্রবণতা কমাতে গ্রামকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কারণ একটি দেশের উন্নয়ন তখনই সম্ভব হবে, যখন দেশের গ্রাম ও শহর একই সঙ্গে তাল মিলিয়ে অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেই গ্রামের সার্বিক ব্যবস্থা ও সেবার মান উন্নত হবে। এই প্রসঙ্গে সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত একটি সুন্দর কথা বলেছেন, 'শহরমুখী প্রবণতা বন্ধ করতে হলে বাংলাদেশের গ্রামগুলোকে সুইজারল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়ার গ্রামগুলোর মতো উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে হবে। সৃষ্টি করতে হবে সব ধরনের নাগরিক সুবিধামতো গ্রামীণ জনপদ।'

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। গ্রামে রয়েছে অসংখ্য কৃষিজমি। কিন্তু তা চাষের জন্য নেই আধুনিক যন্ত্রপাতি। তাই কৃষি খাতকে আধুনিক করে কৃষিতে তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। বাড়াতে হবে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান, যার ফলে বাড়বে জীবনযাত্রার মান। গ্রামের হস্ত ও তাঁতচালিত কুটিরশিল্পগুলোকে করতে হবে আধুনিক। বিভিন্ন অবকাঠামো, কলকারখানা, পোশাক কারখানা এই শিল্পগুলো গ্রামের দিকে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের পোশাকশিল্পে অধিকাংশ নারী। তারা গ্রাম থেকে এসে শহরে কাজ করেন। তাই এই শিল্পগুলো গ্রামের দিকে গড়ে তুললে তারা শহরে আসবেন না। যার ফলে কম দামে পাওয়া যাবে শ্রমিক, গ্রামের দিকে বৃদ্ধি পাবে জমির মূল্য, নতুন উদ্যোক্তারা অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামের দিকে উন্নয়নমূলক কাজগুলো করার অনুপ্রেরণা পাবেন। এতে করে বৃদ্ধি পাবে গ্রামীণ উন্নয়ন।

একই সঙ্গে উন্নত করতে হবে গ্রামের চিকিৎসাব্যবস্থা। আধুনিক করতে হবে গ্রামের হাসপাতালগুলো, সহজ করতে হবে রোগ নির্ণয় করার আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলো। যার ফলে চিকিৎসার জন্য ছুটে আসতে হবে না শহরে।

গ্রামে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা যেন বিভাগীয় শহরে গিয়ে না দিতে হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে যেন শিক্ষার জন্য শহরমুখী হতে না হয়। পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ এই সেবাগুলো গ্রামে নিরবচ্ছিন্ন করতে হবে। হাঁস, মুরগি ও পশুপালনের যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে গ্রামে। তাই বিভিন্ন রকম খামার প্রকল্প করার পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে গ্রামে। শহরমুখী প্রবণতা কমাতে বাংলাদেশ সরকার গৃহায়ন প্রকল্প, ঘরে ফেরা কর্মসূচি, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প ইত্যাদি বাস্তবায়ন করছে এবং গ্রামীণ উন্নয়নে বিভিন্ন রকম কাজ করছে। এগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হলে শহরমুখী প্রবণতা কমে আসবে বলে আশা করা যায়।

● লেখক : শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দৈনিক
ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
শনিবার, ৭ শ্রাবণ ১৪৩০ ■ ২২ জুলাই ২০২৩

P-14, Ittefaq, 22 July 2023

শহরের সেবা গ্রামে পৌঁছাতে ৮০০ কোটি টাকার প্রকল্প

পরীক্ষামূলক এই প্রকল্প প্রথমে নির্বাচিত ১০ উপজেলার ১৫টি গ্রামে বাস্তবায়ন করা হবে। পর্যায়ক্রমে তা সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

■ অর্থনীতি রিপোর্ট

গ্রামীণ এলাকায় শহরের সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'আমার গ্রাম আমার শহর: পাইলট গ্রাম উন্নয়ন' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গত সপ্তাহে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ৮০০ কোটি টাকার এ প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। এই প্রকল্পটি পাইলট ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে গ্রামীণ আবাসিক এলাকা তৈরি করা হবে। এখানে পানি সরবরাহ, [illegible], পয়ঃনিষ্কাশন এবং পরিকল্পিত নগরের মতো করে নির্মাণ করা হবে। সরকারি সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। উল্লিখিত প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে শহরের সব সুবিধা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। এরপর দেশের গ্রামগুলোয় টেকসইভাবে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে ২০২১ সালে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প নেওয়া হয়। সেই প্রকল্পের আওতায়, স্থানীয় সরকার বিভাগ আটটি সমীক্ষা করে। সেজন্য আট বিভাগের আট ইউনিয়ন এবং বিশেষ এলাকা হিসেবে হাওর, পাহাড় ও চরাঞ্চল থেকে সাতটি ইউনিয়ন বাছাই করা হয়। টানা দুই বছর নিবিড় সমীক্ষার পর প্রকল্প প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নেওয়া এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে এলজিইডি এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। পাইলট প্রকল্পের মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত।

প্রকল্প প্রস্তাবে বলা হয়, বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনি অঙ্গীকার ছিল 'আমার গ্রাম আমার শহর'। প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণ করে সরকারের এই নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রস্তুতি হিসেবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। পরীক্ষামূলক এই প্রকল্প প্রথমে নির্বাচিত ১০ উপজেলার ১৫টি গ্রামে বাস্তবায়ন করা হবে। এসব গ্রাম সংশ্লিষ্ট ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব আহরণ, গ্রাম সহায়ক নীতি কাঠামো প্রয়োগ, স্বেচ্ছাসেবার অন্তর্ভুক্তি, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নগর পরিষেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সেবা এসব গ্রামে সম্প্রসারণ করা হবে। নির্বাচিত ১৫টি গ্রামে শহরের মতো নাগরিক সুবিধা, পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ, বাড়ির ইউনিট এবং কমিউনিটি স্পেস দিয়ে সজ্জিত করা হবে। প্রকল্প প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ১১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১৬টি আবাসন ইউনিট নির্মাণ করা হবে। গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধ, খাল, এবং পুকুর নির্মাণের কথাও আছে পরিকল্পনায়। সেতু ও কালভার্ট নির্মাণের পাশাপাশি পাইলট গ্রামের রাস্তার উন্নয়ন করা হবে। এসব কাজের জন্য মোট ১৮১ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে।

এছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরো গতিশীল করতে এসব গ্রামে ২৩টি হাট বাজার, গ্রোথ সেন্টার এবং কৃষিপণ্য সংগ্রহকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। বিশুদ্ধ পানির জন্য পাইপযুক্ত পানি সরবরাহ, মিনি পাইপযুক্ত পানি সরবরাহ এবং সাবমারসিবল-টিউবওয়েল স্থাপন করা হবে। একই সঙ্গে রিং ওয়েলস, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও পুকুর খনন করা হবে। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সিলেটে অবর্ণনীয় লোডশেডিং

■ সিলেট অফিস

P-5, Ittefaq, 22 July 2023

সিলেট অঞ্চলে তাপমাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে লোডশেডিংয়ের মাত্র বৃদ্ধি পেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিংয়ে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। অফিস-আদালত বাসাবাড়ি—সর্বত্র ত্রাহী অবস্থা। গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরো ভয়াবহ।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কম উৎপাদন ও সরবরাহের ঘাটতি থাকায় বিদ্যুৎ এর এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ না থাকায় সিলেটে লোডশেডিং হচ্ছে। বিভাগীয় নগরী সিলেটে প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় লোডশেডিং হচ্ছে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে উঠতে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বহু বার লোডশেডিং হয়। বিদ্যুৎ এই আসে এই যায়। যাদের আইপিএস রয়েছে—তারাও বিপাকে। কারণ আইপিএসের ব্যাটারিতে চার্জ হয় না।

সিলেট বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী আব্দুল কাদির জানান, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ মিলিয়ে ৫৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা; কিন্তু বিপরীতে সরবরাহ আছে ৩৫০ মেগাওয়াট। এরমধ্যে সিলেট বিভাগে বিউবো পেয়েছে ১৩৮ মেগাওয়াট এবং পল্লী বিদ্যুৎ ২১১ মেগাওয়াট। ফলে ১৯০ মেগাওয়াট লোডশেডিং করতে হয়েছে। তাই এই সমস্যা হচ্ছে।

এদিকে এ থেকে কবে মুক্তি পাওয়া যাবে সেটা সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারেননি এই কর্মকর্তা। নগরীর বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দরা বলেন, রাতে বেশ কয়েক বার বিদ্যুৎ চলে যায়। ফলে অসহ্য গরমে ঘুমানো যায় না। বিদ্যুৎ না থাকায় বাসাবাড়িতে পানি থাকে না। গত তিন দিন ধরে প্রায়ই বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে। প্রচণ্ড গরমে অনেকেই অসুস্থ হয়ে গেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

খেলার খবর

শুক্রবার, ২০ মাঘ ১৪২৯, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

তবুও ইতিহাস হয়ে

গভীর রাত পর্যন্ত ফিফা অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। যত দূর জানা গেছে, ফিফা কিরণকে যেসব কাজের দায়িত্ব দিয়েছিল, তা ভালোভাবে শেষ করার চেষ্টা করেছেন। এখন বাংলাদেশের ফুটবলের যে র‍্যাংকিং, তাতে এ দেশের একজন নারী সংগঠকের ফিফার মতো

প্রধান-নদীবাহিত নরম পলি দিয়ে গঠিত হয়েছে, যাকে প্লাবনভূমি বলে। প্লাবনভূমির পলি হলো বিভিন্ন পরিমাণের বালি, সিল্ট ও কাদার মিশ্রণ—যাদের সর্বোচ্চ বয়স প্রায় ১২ হাজার বছর। বরেন্দ্র ও মধুপুর অঞ্চল নামে পরিচিত এলাকাগুলো (৮ শতাংশ) লাল কাদা-বালির মিশ্রণে ও প্লাবনভূমির পলির চেয়ে শক্ত মাটি দিয়ে গঠিত এবং বয়স সোয়া লাখ বছর হতে পারে এবং অবশিষ্ট ১২ শতাংশ হলো বেলেপাথর, সিল্টপাথর, শেল বা কাদাপাথরের পাললিক শিলা দিয়ে গঠিত দেশের উত্তর-পূর্ব, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পাহাড়ি অঞ্চলসমূহ এবং বয়স শূন্য দশমিক ২৫-৬ দশমিক ৬ কোটি বছর। তবে দেশের প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে রয়েছে জলাভূমি। এসব ভিন্ন ভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশে জৈবিক, প্রাকৃতিক, বায়ুমণ্ডলীয়, পানি সংশ্লিষ্ট নানা প্রক্রিয়ায় নানা মাত্রায় ও নানা শক্তিমত্তায় সক্রিয় আছে—লিপ্ত আছে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায়।

এটাও বাস্তবতা যে, মানুষের প্রয়োজনে কৃষিকাজ, ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিল্পকারখানা স্থাপন করতে হয়, এসব কারণেও ভূপ্রকৃতিতে প্রভাব পড়ে। কিন্তু সহনীয় রাখতে দরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা। প্রতিটি ভূমিরূপে বর্তমান ও অতীতের সঞ্চয়ন ও ক্ষয় প্রক্রিয়াসমূহের ছাপ বহন করে বলে ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্যসমূহ ও গঠনপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা দেয়। এজন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ও উপাদানে গঠিত বিভিন্ন ভূমিরূপের ভৌত গুণাগুণেরও ভিন্নতা হয় বলে তাদের ধারণ ক্ষমতাতেও হয় ভিন্নতা। উপরন্তু সর্বোত্তম উপযুক্ত ও পরিবেশে সবচেয়ে কম প্রভাব পড়ে এমন স্থান নির্বাচন করতে ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, যেমন : বাইরের অবয়ব (যেমন : ঢাল, অভিমুখ, উচ্চতা), ভেতরের উপাদান ও তাদের গঠন

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন পরিকল্পনাকালে ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনায় না আনার ফলে এলোমেলোভাবে নগরসমূহ গড়ে ওঠে ও সম্প্রসারণ ঘটে। এতে ভূমির যথাযথ ব্যবহার যেমন হয় না, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশে নির্মিত স্থাপনাসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভূবিজ্ঞানের প্রয়োগ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং সম্প্রসারণ কাজে স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা দিতে এবং মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়। আমাদের ভূবিজ্ঞানীদের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আগের সময়ের চেয়ে বেড়েছে বলে নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তারা অবদান রাখতে সক্ষম। এ দেশটি পৃথিবীর অন্যতম বড় একটি বদ্বীপ, যার ভূপ্রাকৃতিক ও ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ এবং তিনটি সক্রিয় টেকটোনিক পাতের সংযোগস্থলে হওয়ায় ভূগাঠনিক রীতি ও ধাঁচ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল হতে আলাদা। তদুপরি বিপুল জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব, সীমিত ভূমি সম্পদের, পৌনঃপুনিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা একটি দেশ। এমন অবস্থায় টেকসই উন্নয়ন, ভূমি ব্যবহারে সামাজিক,

শনিবার
১৫ অক্টোবর ২০২২

দৈনিক ইত্তেফাক

বেড়ানো

● হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী । সিলেট অফিস ।

সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার নিজপাট ও চারিকাটা ইউনিয়নে অবস্থিত লালাখাল। ভারতের চেরাপুঞ্জির ঠিক নিচেই এর অবস্থান। এছাড়া বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ঘটে সিলেটের লালাখালে। ভারতের লুম ও উসিয়াং নদীর মিলনে মাইণ্ড্রু নদীতে উৎপন্ন হয়ে ভারতের চেরাপুঞ্জির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে লালাখাল দিয়ে সারী নদী প্রবাহিত হয়েছে। লালাখালে সারী নদীর স্বচ্ছ জলরাশি। নদী আর পাহাড়ের মিলিত বন্ধন, সারী নদীর স্রোতস্বিনী পানি আর পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ঝর্ণাধারা যেন প্রকৃতির এক মায়াবী রূপ।

নদী আর পাহাড়ের মিলন মেলায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এই লালাখাল। দু'চোখ ভরে সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ক্লান্ত হলেও, শেষ হবে না 'নীল নদ' বেষ্টিত লালাখালের সৌন্দর্য অবলোকন। নদী যেখানে শুরু সেখানে রয়েছে দৃষ্টি নন্দন বিশাল চা-বাগান, এরপর ভারত সীমান্ত। আর এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে নৌকা ভ্রমণের বিকল্প নেই। সত্যিই এখানে নদীর পানি হচ্ছে নীল রঙের। পাহাড়ী এই পানি সব সময় চলমান। নদীর পানি নীল কেন তা নিয়ে যে কারো মনে প্রশ্ন জাগা স্বভাবিক। আসলে ঘন পত্রপল্লব আর জৈন্তার বিশাল পাহাড়ের ছায়ায় আচ্ছাদিত বলেই এ নদীর পানি নীল দেখায়। কিন্তু সেটা বোঝার উপায় নেই। নদীটির পানি নীল দেখায় বলে আগত পর্যটকরা বলেন— এটি জৈন্তিয়ার 'নীল নদ'। মিশরের নীল নদটির সাথে তারা তুলনা করেন। সারী নদীর উৎসমুখের আশপাশে তেমন কোনো বাড়িঘর নেই, আছে শুধু হরেক রকমের বনজ সম্পদ আর সবুজ গাছপালা। নৌকায় বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে যাওয়ার সময় কাশবনের সারি চোখে পড়ে। নদী থেকে কিছুটা দূরে ছোট-বড় পাহাড়। এগুলো দেখতে যতটা কাছে মনে হবে—ততটা কাছে নয়।

ছোট-বড় পাহাড়, টিলা আর অরণ্যে ঘেরা সিলেট। নানা প্রজাতির গাছের ঘন বন ও চা-বাগান, হাওর বিল সহ নদী-নালায় সাজানো সিলেট। এর প্রধান নদী সুরমা ও কুশিয়ারা। পাহাড়ী পিয়াইন আর সারী নদীর অপরূপ সৌন্দর্যে এক পৃথক মহিমায় অঞ্চলটি পর্যটন এলাকা বলে খ্যাতি লাভ করছে বহুকাল আগে। নানা প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে ভরপুর এ অঞ্চল। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে উল্লেখযোগ্য জৈন্তিয়ার লালাখাল। পর্যটকরা বলছেন, লালাখাল ঘিরে ব্যক্তি বা সরকারি উদ্যোগে পর্যটন শিল্পের বিকাশ হতে পারে।

লালাখাল ভ্রমণপ্রিয়দের জন্য এক মনোরম স্থান। পড়ন্ত বেলায় নদীর দু'ধারে পল্লীবধূদের দেখা যায় কলসী করে পানি নিতে। আবার কেউ-বা লালাখালের নীল পানিতে গোসল করে গা জুড়ায়। পর্যটকরা ক্ষণিকের জন্য হলেও কোথায় যেন হারিয়ে যান। সন্ধ্যায় লালাখালের চারপাশ বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। উপরে আলোকিত নীল আকাশ, চারপাশে গাছপালার মাঝে পাখির কিচিরমিচির শব্দ। সূর্যডুবির দৃশ্য তো আরও অপরূপ। নীল পানিতে সূর্য ডুবার সোনালী আভা যে কাউকে মুগ্ধ করে। একসময় নীরবে পাহাড় থেকে নেমে আসে মায়াবী আঁধার। আর সেই মায়াবী আঁধারে কল-কল, ছল-ছল করে পর্যটকের নৌকা। দিনের উজ্জ্বল আলোয় এক দৃশ্য, আর রাতের আঁধারে অন্য দৃশ্য— মায়াময় লালাখাল জাগায় ভিন্ন অনুভূতি।

সিলেট শহর হতে বাস কিংবা মাইক্রোবাসে করে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের সারীঘাট নামক স্থানে আসতে হবে। সেখান থেকে মাত্র ৩০ কিংবা ৪৫ মিনিটে নৌকাযোগে যাওয়া যাবে লালাখাল চা-বাগান কারখানা ঘাটে।